চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 July 2019 ■ আগরতলা, ১৭ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৩১ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের পৃথক স্থানে বেপেরায়া গাড়ি কেড়ে নিল তিনটি প্রাণ, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। বেপরোয়া গতির গাড়ি ফুটফুটে একটি ছেলের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বলেরো ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্য দুটি ঘটনায় বেপরোয়া গতির কারণেই আরও দুই যুবকের মৃত্যু এবং একজন আহত হয়েছেন।

আজ সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ধর্মনগর থেকে যাত্রী নিয়ে টিআর ০২ ৩৭৫৯ নম্বরের বলেরো গাড়িটি কমলপুরের দিকে যাচ্ছিল। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার নালকাটা দেবীপুর এলাকায় প্রচণ্ড গতিতে থাকা ডব্লিউবি ২৯বি ০২৫৬ নম্বরের ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলেরো গাড়িটির। তাতে, বলেরোর চালক-সহ সকল যাত্রী আহত হন। ওই গাড়িতে চেপে বাবার সাথে মামার বাড়ি যাচ্ছিল জীতেন্দ্র দেবনাথ (৮)। বাবা যোগেশ দেবনাথ ও ছেলে দুজনই গুরুতর আহত হন। কিন্তু, ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে জীতেন্দ্র মারা যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

লংতরাইভ্যালি মহকুমার নালকাটায় ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বুলেরো গাড়ি। ছবি নিজস্ব।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন তাঁরা। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, বলেরো গাড়ির সকল যাত্রীর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ধলাই জেলা হাসপাতাল কুলাইতে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ১২ চাকার ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে ছিল। ফলে, নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি চালক। তাঁদের মতে, পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীন গতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নজরদারির খুবই প্রয়োজন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় কার্তিক সিং, বিজিৎ চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ নমশূদ্র, যোগেশ দেবনাথ, হরিদাস ত্রিপুরা, অরুণ দে, সুশান্ত চাকমা, অনুরানি চাকমা, মঙ্গলজিৎ দেববর্মা, অভিজিৎ পাল, ট্রাক চালক অজয় ধর এবং বলেরো চালক বিপুল দে আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, বিপুল দে-সহ তিনজনকে কুলাই হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের মধ্যে বিপুল দে-র অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে দাবি চিকিৎসকদের। তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন তাঁরা।

এদিকে, আজ পশ্চিম ত্রিপুরার জিরানিয়ায় বাইক ও মিনি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এদিন খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের উত্তর ঘিলাতলি পালপাড়ার বাসিন্দা পাপন সরকার (২০) টিআর ০৬ এ ০৭২৭ বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। বিপরীত দিক থেকে আসা এএস ০১ সিসি ২২৭৬ নম্বরের মিনি ট্রাকের সাথে জিরানিয়ায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। অন্য আরেকটি ঘটনায় গতকাল রাতে খার্চি মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই বন্ধু সঞ্জয় দেববর্মা ও ডেভিড দেববর্মা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সঞ্জয় দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উভয় ঘটনা বেপরোয়া গতির কারণে ঘটেছে।

আবহাওয়া অনুকূলে নামছে জল, ৪৭টি ত্রাণ শিবির বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। আকাশ পরিষ্কার হতেই ঘরমুখো হচ্ছেন ত্রিপুরায় বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়কারীরা। সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৭টি ত্রাণ শিবির বন্ধ করা হয়েছে। আজ সারাদিনে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে নদীর জলস্তরও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্লাবিত নিম্নাঞ্চলের জল নামতে শুরু করেছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারী বর্ষণের কারণে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। তাতে, ১৪ হাজার ৯৮১ জন আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাছাড়া, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। ধলাই ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১ জন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়েছেন। তেমনি ধলাই জেলায় ৪ জন ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলায় ২ জন আহত হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী আরও জানা গিয়েছে, চলতি মাসে ভারী বর্ষণে কারণে ত্রিপুরায় ২-টি বাড়ি পুরোপুরি, ৯-টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৯-টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল পশ্চিম জেলায়। কারণ, ভারী বর্ষণে পশ্চিম জেলায় বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাতে, প্রচুর মানুষ ত্রাণ শিবিরে নিয়েছেন। চলতি মাসে পশ্চিম জেলায় ৪৯টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। তাতে ১৩ হাজার ৭১ জন আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ ৩২টি ত্রাণ শিবির বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে আশ্রিত ৭, ১০৭ জন ত্রাণশিবির ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। আপাতত পশ্চিম জেলায় ১৭টি ত্রাণ শিবিরে ১,৩৪২ পরিবারের ৫, ৯৬৪ জন রয়েছেন।

এদিকে, খোয়াই জেলায় ৮-টি ত্রাণ শিবিরের মধ্যে ৬-টি শিবির আজ বন্ধ করা হয়েছে। ফলে, ২-টি ত্রাণ শিবিরে ৩২ পরিবারের ১২৩ জন আশ্রয় নিয়ে আছেন। এছাড়া ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের গৌরনগরে ১-টি ত্রাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহায়ক মূল্যে ধান, দপ্তরের হয়রানির প্রতিবাদে কৃষকদের পথ অবরোধ বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সরকারী ন্যায্যমূল্যের বিশালগড় খাদ্য দপ্তর ধান জমা দিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কৃষকদের। এমনই অভিযোগ করেছেন কৃষকরা। মঙ্গলবারই ধান জমা দেওয়ার শেষদিন। দপ্তর থেকে এই ঘোষণা দেওয়ার পর তারা প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করে ধান জমা দিতে আসা কৃষকরা। তাদের অভিযোগ সররকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই দপ্তরের কিছু আধিকারিক কৃষকদের হয়রানি করছে।

জানা গেছে, সোমবার রাত থেকেই দূরদুরান্ত থেকে গাড়ি বোঝাই করে বিশালগড় মহকুমা খাদ্য দপ্তরে ধান জমা দিতে আসে কৃষকরা। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুর পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১০ থেকে ১২ জন কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করেছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। বাকি আরোও প্রায় আড়াইশ থেকে তিনশ কৃষক ধান নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান রয়েছে বলে জানা গেছে। কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন, এ বিষয়ে দায়িত্বরত আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা কিছু জানেনা বলে জানান এবং উর্ধতন মহলের সঙ্গে কথা বলার জন্য কৃষকদেরকে বলেন। কৃষকদের অভিযোগ তারা এখানে বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে থেকেও কিভাবে কিছুই জানেন না বলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় দূর্ঘটনায় মৃত্যু উদয়পুরের ছাত্রীর, নার্সিং হোমগুলির ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুলাই ।। বহিঃরাজ্যের কলেজে ভর্তি হওয়ার আশায় গিয়ে কফিন বন্দি হয়ে নিজ ঘরে ফেরার অপেক্ষায় মেধাবী ছাত্রী নিকিতা সেনগুপ্ত ওরফে রিয়া। কলকাতালর সল্টলেকে বাইক দূর্ঘটনায় প্রাণ হারায় উদয়পুরের ছাত্রী রিয়া। অভিযোগ উঠেছে দূর্ঘটনাগ্রস্ত রিয়াকে পরপর তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা রিয়ার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় চিকিৎসা করতে রাজি হয়নি। পরে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে রিয়ার জীবনদীপ নিভে যায়।

শান্তি নিকেতন থেকে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর আজ মঙ্গলবার কলকাতা স্থিত টেকনো ইন্ডিয়াতে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল রিয়ার। কলকাতায় বেলেঘাটা এলাকায় চার বান্ধবী একসাথে ভাড়া থাকতো। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক চারটায় রিয়ার বান্ধবী তোরা দাস রিয়াকে বলে ওর ক্ষুধা পেয়েছে। তখন ওরা দুজন দুই বন্ধু শুভম দাস ও শানু সিনহাকে খবর দেয়। শুভমের বাড়ি আগরতলার ধলেশ্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে স্বামীকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুলাই ।। বাড়ি ফেরার পথে নৃশংস ভাবে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। সোমবার গভীর রাতে খুন এই ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার এই খুনের ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আটক করা হয়েছে মৃতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে। অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে চৌদ্দদিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

জানা গিয়েছে, দোকান সেরে বাড়ি ফেরার পথে খুন হলেন। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সুশান্ত ঘোষ , পিতা মৃত মৃণাল ঘোষ। সুশান্তের বাড়ি উদয়পুর ধ্বজনগর স্থিত কলেজ টিলা এলাকায়। রাধাকিশোরপুর থানার তদন্তকারী অফিসারের নাম এস আই খোকন সাহা। তিনি জানান সোমবার রাতে ধ্বজনগর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাহার নিজ বাড়ির একটু আগেই সুশান্তকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুন করে । খুন করার পর সুশান্তকে রাস্তায় ফেলে যায়। সুশান্তের আত্মচিতারে আশেপাশের লোকজন ছোটে আসেন।

দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।। রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থায় সুশান্তকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন থানায় এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সুশান্তকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। তাহার মাথায় কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

এই ঘটনায় মৃত সুশান্তের ছেলে ও মেয়ে বলেন ,অবশেষে বাবার আশংখ্যাই সত্যি হলো ।তাদের মতে বাবা অনেক দিন ধরেই বলে আসছিলেন তার বাবার অনেক শত্রু আছে। যে কোন সময় শত্রুরা তাকে মেরে ফেলতে পারে। তাদের সৎ মায়ের প্রতি সন্দেহ ছিলো। তারা জানায় তাদের বাবার দুটি সংসার। দ্বিতীয়া স্ত্রী স্মৃতি সরকারের সাথে দীর্ঘ দিন ধরেই তার বাবার বিবাদ চলছিল। তাই এই ঘটনার সাথে দ্বিতীয়া মা জড়িত থাকার সন্দেহ করছে ছেলে ও মেয়ে ।

এমনকি জেলা হাসপাতালে পুলিশের সামনে সৎ মায়ের দিকে আঙ্গুল তুলে এ কথাগুলো বলেন তারা। ঘটনায় আরো কয়েকজনের নাম থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন মৃতার প্রথম সংসারের ছেলে ও মেয়েরা। মৃত সুশান্তের প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক মেয়ে ও এক ছেলে ছিল। দ্বিতীয় সংসারের তিন বছরের একটি মেয়ে। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত প্রথম সংসারে মেয়েটি তার বাবার মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করেন সৎ মায়ের বিরুদ্ধে রাধাকিশোরপুর থানায় । এই ঘটনার পুলিশ ৩০২ ধারায় একটি খুনের মামলা রুজু করেছেন। মামলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আধুনিক অগ্রগতিতে গণিতের গুরুত্ব অপরিহার্য ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। আধুনিক অগ্রগতিতে গণিতের গুরুত্ব অপরিহার্য। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-ভাবেই গণিত সম্পর্কে অভিমত ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তানসিং সোলাঙ্কির।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ইটসঅ্যাপলিকেশনস'। এই সম্মেলন চলবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল এবং সিএসআইআর-এর আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তানসিং সোলাঙ্কি বলেন, গণিত আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারমুড়ায় জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুলাই ।। টানা কয়েকদিনের বর্ষণে জাতীয় সড়কের অবস্থা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যেকোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ছোট বড় যান চালকরা।

সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের সর্বত্রই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমঘাটস্থিত আঠারমুড়া পাহাড়ে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে জিওলছড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা। রাস্তার উপর বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। ওইসব গর্তে জল জমে গিয়েছে। দুই পাশে ড্রেনে পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ে জল নিস্কাশন হচ্ছে না। পাহাড়ের জলে জাতীয় সড়কে এসে পড়ছে। কিছু কিছু স্থানে রাস্তায় ফাঁটল ধরেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিলচরের পাচারকারী সহ গ্রেপ্তার দুই, উদ্ধার ৩০ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। আবারও বহু লক্ষ টাকার নেশা জাতীয় ট্যাবলেট পাচার করতে গিয়ে শিলচরের এক পাচারকারী সমেত উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর পুলিশের জালে পড়েছে দুই। ধৃতদের একজনের বাড়ি শিলচরের হাওয়াইথাং রোড (সেনাই রোড)-এর শিলচরের হাওয়াইথাং রোডের প্রয়াত জনৈক মতলিব আলির ছেলে আতাউর রহমান (৫৪) এবং অপরজন পানিসাগরের পেকুছড়া গ্রামের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল খালেকের ছেলে ফয়জুল ইসলাম (৪০)।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী টেলিফোনে জানিয়েছেন, বিশেষ সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাত প্রায় ১০টা নাগাদ পানিসাগরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস, ওসি সৌগত চাকমা-সহ গোয়েন্দা শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পেকুছড়া এলাকার দুই নেশাকারবারী স্থানীয় বাসিন্দা ফয়জুল ইসলাম এবং দক্ষিণ অসমের শিলচর শহরের সোনাই রোডের বাসিন্দা গাড়িচালক আতাউর রহমানকে আটক করা হয়েছিল।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে আজ সকালে পেকুছড়া এলাকায় ফয়জুলদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ৮,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। আসলে পেকুছড়ায় বহিরাগত পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস ওসি সৌগত চাকমা সহ গোয়েন্দা শাখার কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রথমে বহিরাগত এএস ১১ ০৩২৯ নম্বরের (দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার রেজিস্টেশন) একটি মারুতি ভ্যান দেখে গ্রামের মানুষের সন্দেহ হয়েছিল। গাড়িতে তালাশি চালিয়ে কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদেও ধৃতরা নেশা সামগ্রীর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে জানালে তাদের তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পুলিশি জেরায় শিলচরের ড্রাগস মাফিয়া আতাউর সমস্ত কিছু স্বীকার করে ফেলে।

তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আজ সকালে পুলিশ ফয়জুল ইসলামের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও যথেষ্ট সরকারি সহায়তা সত্ত্বেও পূর্বোত্তরে কৃষক-আত্মহত্যা, শীর্ষে অসম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ত্রিপুরা ও সিকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং সরকারি সহায়তা সত্ত্বেও পূর্বোত্তরে কৃষক আত্মহত্যা উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। কৃষক আত্মহত্যায় পূর্বোত্তর আট রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে অসম। এর পরেই স্থান ত্রিপুরা ও সিকিমের। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে পূর্বোত্তরে কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাই, কৃষক আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান খুবই প্রয়োজন বলেও মনে করা হচ্ছে।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্রসিং তোমার লোকসভায় জানিয়েছেন, মৌসম বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪, ০৩০.৯০ এমএম, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫,৯০১.৯০ এমএম, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫, ৪৯৬.৬০ এমএম, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০,৩১০.৬০ এমএম এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪, ২৮৫.১০ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা এবং মিজোরামে সারা দেশের তুলনায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে ফসল উৎপাদনে আইসিএআর-এর পরামর্শ মতো কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। তাঁর কথায়, ফসল উৎপাদনে আবহাওয়ার অনুকূল বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আবহাওয়া পরিবর্তনে কোনও প্রভাব যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রেখে পূর্বোত্তরের ৯১টি জেলায় সিআরআইডিএম এবং রাজ্যসমূহের কৃষি মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রতি সপ্তাহে কৃষি এবং কৃষকদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাছাড়া, কৃষকদের ভরতুকি মূল্যে কৃষি সামগ্রী সরবরাহে ব্যবস্থা নেওয়ায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। তিনি জানান, ধান ছাড়াও বিভিন্ন দানা-শস্য ও সবজি উৎপাদনে আবহাওয়ার তারতম্যের বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করে তোলাই কেন্দ্র লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছে। কারণ, মরশুমি ফলনে অধিক দর পাওয়া যায়, তা কৃষকদের বোঝানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তরে সেচের বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না। কারণ, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত সেই চাহিদা মিটিয়ে দিচ্ছে।

এদিন তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা কৃষক দারুণভাবে উপকার করেছে। এই যোজনায় প্রচুর কৃষক দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পেরেছেন। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ-এর সহযোগিতা সময় মতো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজ্যসমূহের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা করেছে। তাতে স্পষ্ট, কৃষি ও কৃষক কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকমের সহযোগিতা করেছে। সেচের অভাবেও পূর্বোত্তরে কৃষিকাজে সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি কৃষকদের।

তবুও, পূর্বোত্তরে কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগজনক, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাংসদ অশোককুমার রাওয়াতের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কৃষক আত্মহত্যার তথ্য উঠে এসেছে। তিনি জানান, পূর্বোত্তরে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে অসমে সবচেয়ে বেশি কৃষক, কৃষি-শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। এর পরেই রয়েছে ত্রিপুরা ও সিকিম। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার খার্চি পূজা ও মেলার অন্তিম দিনে ভীড় ছিল লক্ষ্যনীয়। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৭৪ ▫ ১৭ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ৩১ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ইন্দ্রপ্রস্থে আইপিএফটি

ত্রিপুরার উপজাতি রাজনীতিতে ম্রিয়মান আইপিএফটি আবার শক্ত মাটির সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে এমন মনে হইতে পারে। তাহাদের পৃথক রাজ্যের দাবীর সারবত্তা যে উপজাতি অংশের মানুষ ধরিয়া ফেলিয়াছে তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া নেতারা এখন নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পৃথক রাজ্যের দাবী যে কেন্দ্র পাত্তা দিবে না তাহা আগেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মডালিটি কমিটির রিপোর্ট এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল সংশোধন সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা ইন্দ্রপ্রস্থে পৃথক রাজ্যের দাবী ছাড়া আলোচনা ইতিবাচক হইয়াছে বলিয়া দলের পক্ষে দাবি করা হইয়াছে। আসলে, অতীতে পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়া রাজ্যে জঙ্গী আন্দোলন করিয়াছেন এন সি দেববর্মারা। দিনের পর দিন রেল ও সড়ক অবরোধ করিয়া রাজ্যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টির জঘন্য চেষ্টা করিয়া এখন বিপ্লব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখনও এই নেতারা ভালই জানিতেন যে এই দাবী অবাস্তব। ভাগ্য ভাল যে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইয়াছে। যদি সরকার চালাইতে পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের উপর নির্ভর করিতে হইত তখন খেলা চলিত অন্যরকম। সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি ধমকি চলিত। এখন বড় শরিক বিজেপি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারে তাহারা পৃথক রাজ্যের দাবী মানে না। এই দাবীতে অবিচল থাকিলে জোট ছিন্ন করিবারও হুমকি দিয়া রাখিয়াছে বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে পৃথক রাজ্যের দাবীদাররা কি করিবেন? তাহারা কি উপজাতিদের ভুল বুঝাইয়া দলে আর টানিতে পারিবেন? উপজাতি যুবকরা পৃথক রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়া আগাইয়াছিল। এই স্বপ্ন তাহাদের চুরমার হইয়া গিয়াছে। নেতাদের মিথ্যা দাবীতে এখন আর উপজাতি যুবকরা ভুলিবে না। এই অবস্থায় আইপিএফটি দল এখন বিপর্য্যস্ত। উপজাতি অংশের মানুষ মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। তাহার বড় কারণ লোকসভা নির্বাচনে দলের গো হারা অবস্থা। তাহাদের পিছনে জনসমর্থনের ঢেউ আর নাই। উপজাতি অংশের মানুষ প্রতারণার অভিযোগ আনিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। এইভাবে সরলমতি মানুষের সঙ্গে প্রতারণার ইতিহাস সত্যিই দূর্ভাগের। ত্রিপুরার পাহাড় কন্দরে এই উপজাতি অংশের মানুষের বাস। বার বার তাহারা রাজনীতির খেলায় বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন। বার বার বিশ্বাসের ভিতকে চুরমার করা হইয়াছে। এইভাবেই আজ নতুন করিয়া রাজ্যের উপজাতিদের সামনে বাঁচিবার ও উত্তরণের তাগিদ আনিয়াছে। তাহাকে ষোল আনা মর্যাদা দেওয়া উচিত।

একথা ঠিক যে, রাজ্যের পাহাড়ে এখনও আইপিএফটির শিকড় আছে। আছে সিপিএমের পোড় খাওয়া উপজাতি অংশের মানুষ। কংগ্রেসের ছিটেফোঁটা নাই এমন বলা যাইবে না। এইসব দলগুলি এখন পাহাড়ে মাটি খুঁজিতেছে। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, পাহাড়ে আইপিএফটি এবং সিপিএম এখন গলায় গলায় খাতির। বিজেপির বিরুদ্ধে এইসব দলগুলি পাহাড়ে তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, আইপিএফটির রাজ্যে জঙ্গী আন্দোলনের কোনও ক্ষমতা নাই। আর এজন্যই কেন্দ্র হইতে দাবী আদায়ের ঘটনাকে পুঁজি করিয়া সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছে। উপজাতি অংশের মানুষ যদি মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহা হইলে এমন কোনও যাদুমন্ত্র নাই যে, তাহাদের মাঝে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করা যাইবে। সুতরাং দিল্লীর হাত ধরিয়া বাঁচিয়া উঠা, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টায় এন সি দেববর্মারা কতখানি সফল হইবেন তাহাই এখন বড় প্রশ্ন।

আইপিএফটি ত্রিপুরার উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়াছে। সেই বীজ এখন বিষবৃক্ষে রূপান্তরীত। উপজাতিরা রাজনীতিকদের চালাকিও ধরিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর শ্লোগানে ভবি ভুলিবার নহে। বিজেপির বিরুদ্ধে ছোট শরিক দলের ক্রমাগত আক্রমণ চলিতেছে। বিজেপির সাংসদের বাসভবন এবং পার্টি অফিস আক্রমণ করিয়াছে এই আইপিএফটির কর্মীরা। সুতরাং এইসব ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে জোট থাকিলেও আসলে একে অপরের প্রতিপক্ষ। বিজেপির নেতা তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার কাজকর্মে বিজেপি খুশি নহে। তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব হইতে ছাঁটাই করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে বলিয়াও সংবাদ প্রচার হইয়াছে। এই জটিল আবর্তে এন সি দেববর্মারা যখন তটস্থ তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কি মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন? রাজনীতিতে টিকিয়া থাকিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র কৃপা লাভ করিয়া আইপিএফটি কি জাগিয়া উঠিতে পারিবে? সেই সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও আছে?

সরকার বাঁচাতে ভগবানের শরণাপন্ন দেবেগৌড়ার পরিবারবর্গ

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাই (হি.স.) : কর্ণাটকে রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকারকে বাঁচানোর জন্য অবশেষে ভগবানের শরণাপন্ন হলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার পরিবারবর্গ।

দেবেগৌড়ার বড় ছেলে তথা রাজ্যের মন্ত্রী এইচ ডি রেভান্না বিগত কিছুদিন ধরে খালি পায়ে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে চলেছেন। ১৮ জুলাই আস্থা ভোটে জোট সরকার যাতে টিকে যেতে পারে সেই জন্য এই পুজোপাঠ। কর্ণাটকের মত রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য বা সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য মন্দিরের শরাণাপন্ন হওয়াটা কোনও নতুন বিষয় নয়। গত বছর অনুষ্ঠিত হওয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলার সময় এবং ফলাফল ঘোষণা আগে বহু রাজনীতিবিদ রাজ্যের ভেতর তথা প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এরপরেও কোনও দল একক সংগরিষ্ঠ পায়নি।

বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংবাদমাধ্যম একটি নতুন শব্দবন্ধের প্রচলন করেন। যার নাম 'টেম্পল রান'। এখন সরকার যখন সঙ্কটে পড়েছে তখন ফের এই কথাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় দেবেগৌড়ার পরিবারবর্গ ১৩দিন পর্যন্ত চিক মেঙ্গালুরুর সারদম্ভার মন্দিরে মহ্যজ্ঞ করেছিল। কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার এবং বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পাও নিজের মত করে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেন।

রাজনীতির উধের্ব উঠে জনস্বার্থে কাজ করুন, বিজেপির সংসদীয় পার্টির বৈঠকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): অধিবেশন চলাকালীন সংসদে উপস্থিত থাকা প্রত্যেক সাংসদের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকউ মঙ্গলবার সকালে সংসদের গ্রন্থাগার বিল্ডিংয়ে আয়োজিত বিজেপির সংসদীয় বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এছাড়াও বিজেপি সাংসদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, জলসঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করুন, রাজনীতির উর্ধে উঠে ভাবনাচিন্তা করুন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও এদিন সকালে গ্রন্থাগার বিল্ডিংয়ে আয়োজিত বিজেপির সংসদীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা, বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ প্রমুখউ এদিন সংসদীয় পার্টির বৈঠকে বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাজনীতির উর্ধে উঠে জনস্বার্থে কাজ করুনউ এছাড়াও জলসঙ্কট সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসুনউ সম্প্রতি তীব্র জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেউ আর তাই জলসঙ্কট নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

দলবদল প্রতিরোধে কড়া আইন জরুরী

অপূর্ব দাস

কেন্দ্রে বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে মোদি সরকার ফের ক্ষমতা দখলের পর দল ছাড়ার যেন হিড়িক পড়েছে। মোদি হাওয়ার ঝোঁকে সবাই যে বিজেপির দিকে ঢলে পড়ছে তা নয়। তেলেঙ্গানায় ১৮ জন কংগ্রেস বিধায়কের মধ্যে ১২ জন শাসক পক্ষ টিআরএস দলে যোগ দিয়েছেন জুনে। লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর কংগ্রেস দলে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। রাহুল গান্ধি সভাপতি পদ ছাড়ার পর দলের অন্দরে ডামাডোল চলছে। অস্থিরতা কবে কাটবে তা কেউ জানে না।

এই অবস্থায় কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডি (এস) জোট সরকার পতনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে একদল বিধায়কের বিদ্রোহের জেরে। গত ১৩ মাসে অন্তত ছয়বার জোট সরকার 'পড়ে গেল' রব ওঠে। এবার ১৬ জন বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। তার মধ্যে কংগ্রেসেরই ১৩, ৩ জন জেডি (এস)-এর। আগের চেয়ে সংকট এবার তীব্র। অঙ্কের হিসাবে এইচ ডি কুমারস্বামী সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় নামার সৎসাহস দেখিয়েছেন কুমারস্বামী। তাঁরা আশা, বিরোধী দলের অন্তর্খলহের সুযোগ নিয়ে কয়েকজনের সমর্তন পাবেন। সেই পথ আটকাতে রিসর্ট রাজনীতি চলছে। সরকার ও বিরোধী পক্ষ অনুগত বিধায়কদের পাঁচতারা হোটেলের আরামে আটকে রেখেছেন। সরকার পক্ষের ১০ জন বিধায়কের ইস্তফা নিয়ে নাটক গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আরও ৫ জন তাঁদের পথ অনুসরণ করেছেন। এ সপ্তাহেই হেস্তনেস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

কংগ্রেসের সুখের সংসারে আগুন ধরানোর পিছনে বিজেপির উস্কানিকে দায়ী করেছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বিজেপিকে নিশানা করে বলেছেন, টাকা দিয়ে ভয় দেখিয়ে বিধায়কদের গদিচ্যুত করে গণতন্ত্র ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। বিজেপি পাল্টা বলছে কংগ্রেসের ছন্নছাড়া অবস্থায় কেউ দল ছঅড়লে তাঁরা কী করতে পারে? বিজেপি কি সত্যিই সরকার ফেলার খেলায় মেতেছে? কংগ্রেসের আশঙ্কা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও তাদের সরকার ফলোর খেলা শুরু করতে পারে বিজেপি। রাজনীতিতে এ ধরনের খেলা নতুন নয়। যুগে যুগে রাজনীতির রথী-মহারথীরা ক্ষমতা বিস্তারে কৌশলের পথই নিয়েছেন। মহাজনদের পথই অনুসরণ চলছে। ভারতে দলবদলের ইতিহাস কী বলে? দেখতে গেলে রামায়ণেও রয়েছে এর প্রমাণ। রাম-রাবণের যুদ্ধের আগে বিভীষণ পরধর্ম শ্রেয় মনে করে রামের পক্ষে যোগ দেন এবং যুদ্ধশেষে লঙ্কার রাজা হন। রামভক্ত হলেও তিনি সুবিধাভোগ করেছেন। এখন জন প্রতিনিধিরাও একই উদ্দেশ্যে স্বদল ছেড়ে অন্য দলে মাথা গোঁজেন নির্দ্বিধায়। সাংসদ, বিধায়ক বা কাউন্সিলররা দল ছাড়েন কীসের জন্য? রাজনৈতিক আদর্শ নাকি স্রেফ নিজের আখের গোছানো ও ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে? অজুহাতের অভাব হয় না তাঁদের। ব্রিটিশ আমলেও ভারতে দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে শ্যামলাল নেহরু ব্রিটিশ শিবিরে যোগ দিলে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় ১৯৩৬ সালে। বাংলায় ১৯৪৫-এ খওয়াজা নাজিমুদ্দিনি সরকারের পতন হয় নবার বাহাদুরের (ঢাকা) ১৫ জন বন্ধু একসঙ্গে পদত্যাগ করায়। ব্রিটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো গণতান্ত্রিক দেশেও দলবদল বা আইনসভায় দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করার নজির রয়েছে। স্বাধীন ভারতে দলবদলের ঘটনা ছোঁয়াছে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮-এ কংগ্রেস থেকে এক ঝাঁক নেতা বেরিয়ে, কংগ্রেস সমাজবাদী দল গঠন করেন। ১৯৫০-এ উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস থেকে ২৩ জন বেরিয়ে গিয়ে 'জন কংগ্রেসে' গড়েন। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৫২ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ৬৬টি রাজ্য সরকার দলবদলের ফলে পড়ে যায়। একবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হয়। আর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় ৭০ বার। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর দলবদল ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রাজ্যে। রোগ প্রকট হয় উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮০ সাল অর্থাৎ ১৩ বছরে চার হাজার সদস্যের মধ্যে দলত্যাগীর সংখ্যা ১৪০০। হরিয়ানায় ১৯৬৭-তে গয়া লাল একদিনে দু'বার দল পাল্টান এবং ১৫ দিনের মধ্যে তিন বার। তাঁর নাম থেকেই 'আয়া রাম গয়া রাম' চালু হয়ে যায়।

দলবদলের ঘটনা তখনই ঘটে বেশি যখন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কম থাকে। স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভে সরকার ফেলার মতলবে দলত্যাগের ধুম পড়ে। এর প্রভাব পড়ে সমাজজীবনে। দেখা দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। ব্যাহত হয় উন্নয়ন। গণতন্ত্রের স্বতঃস্ফর্ততা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলত্যাগের মতে াবদভ্যাস বন্ধ করার লক্ষ্যে রাজীবন গান্ধি ১৯৮৫-তে সংসদে দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করেন। সংবিধানে দশম তপশিল সংযোজন করা হয়। পরিবর্তীকালে দেখা যায় এই আইনের দাঁত নেই। তা প্রমাণিত হয়েছে।

আইন কী বলছে? কোনও দলের এক তৃতীয়াংশ সদস্য সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলে আইন তংাদের ছুঁতে পারবে না। তাই কোনও দল বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও জোটবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেলে। সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে এই রক্ষাকবচ ভোঁতা। দেশে এ ধরনের সরকার পতনের অনেক নজির রয়েছে। আইনে রয়েছে আইনসবায় দলেরনির্দেশ কেউ অমান্য করলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। স্পিারের কাছে দলের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ কর াহলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। স্পিকারের দায়িত্ব কী ? সে সম্পর্কে লোকসভার প্রথম স্পিকার জি ভি মবলহকারের কথা স্মরণীয়। একবারঅধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে তাঁকে দল ও রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে হয়। নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার এবং পক্ষপাতহীন থেকে কর্তব্য পালন করতে হয়।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আইনের প্রতিফলন কতটা হয়? স্পিকার নির্বাচিত হন শাসক দল থেকে। সরকারকে মসৃণভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিতে শাসক দলের স্বার্থে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। ফলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। আবার আইনের ফাঁকও রয়েছে। স্পিকার অনেক সময় অধিকার প্রয়োগ করতে কালক্ষেপ করেন। দলত্যাগী বিধায়ক সদস্যপদ না ছেড়েও অন্য দলের সমর্থনে কাজ করেন। এ ধরনের নমুনা এ রাজ্যেও রয়েছে। যদিও দলবদলুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিকারের হাতেচূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। কারও পছন্দ না হলে তিনি আদালতে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করতে পারেন। সলতাগের ক্ষেত্রে ব্যাবস্থা না নেওয়ার জন্য সবসময় অধ্যক্ষকে দোষারোপও করা যায় না। তাই দলত্যাক বিরোধী আইন বাস্তায়িত করার ক্ষেত্রে যায় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনপ্রিতিনিধিরা দলবদল করে রাজনীতির ময়দান সরগরম করে তুলছেন। অনেকে হয়ত বিষয়টা এভাবে দেখেন, একবার নির্বাচিত হলেই মর্জিমাফিক চলা ও বলার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ক্ষমতা বা অভীষ্ট কিছু পেতে অন্য দলের সঙ্গে হাত মেলানোর পথ খুলে যায়। কয়েকদিন আগেটিডিপির তিনজন রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন লোকসভা ভোটে দলের বিপযয় দেখে। সম্প্রতি গোয়ায় ১৫ জন কংগ্রেস বিধায়কের মধ্যে ১০ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফাঁক গলে। এক তৃতীয়াংশের বেশি ইস্তফা দেওয়ার তাঁদের বিধায়ক পদ বাতিল করা যাবে না। তাঁরা সরকারের সামিলও হয়েছেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক দল থাকে। তাই মতভেদ ও আদর্শের ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। আঞ্চলিক দলের আধিক্যও সেকারণে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানা পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা পরিমার্জনের জন্য অকেন পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগও থাকে। ভারতে এক সময়ের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার থেকে সরে এসে জোটের শাসন মানুষের পছন্দের। তবে কিছু রাজ্যে এক দলের শাসন বহাল তবিয়তে চলছে। অঞ্চল ভিত্তিতে দলবদলের ঘটনাও তাই বেশি। মোদি ও শাহ জুটির আধিপত্য বিস্তার দেখ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল। ১৩০ কোটির দেশে বিজেপি লক্ষ্য নিয়েছে দলের সদস্য ২২ কোটি অর্থাৎ দ্বিগুণ করার। গেরুয়া শিবিরের একদলীয় শাসন কায়েম করার কোনও পরিকল্পনা থাকলেও তা সফল হওয়া কঠিন। কারণ আঞ্চলিক দলের প্রভাবকে নির্মূল করা অসম্ভব।

রাজনীতিতে বাঁকাপথে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করতে প্রয়োজন দলবদলুদের আটকানো। একজন প্রার্থী জনতার সমর্থনে জেতার পর দলবদল করে মানুষের রায়কে অপমান করেন। যে দলের টিকিট নিয়ে দলীয় মতাদর্শে জিতলেন তাঁকেও হেয় করেন। সেক্ষেত্রে দলত্যাগ করলেও তাঁর সদস্যপদও বাতিল করে নতুন করে জনমত যাচাই করা উচিত। তাঁর বন্ধ করা দরকার সরকারি সুযোগ সুবিধাভোগ। যতদিন না পুনর্নির্বাচিত হয়ে ফিরছেন তাঁকে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার আইন বদল করে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

দলে থেকেও দলের মূল বৃত্তের বাইরে এঁরা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্তা সম্পাদক সামনের চেয়ারে বসতে বলে ড্রয়ার খুলে আগে দিনের এজেন্সি কপিটা বের করেছেন কি করেননি, বুঝে গেলাম কোন ভর্ৎসনা অপেক্ষায় রয়েছে। ভুলটা সকালে কাগজ দেখার সময়ই টের পেয়েছি। নিজেকে ছ্যা ছ্যা করেছি। ভেবেছিলাম, মোটে তো ছ'-সাত লাইনের কপি, বড়দের চোখ এড়িয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

কী ভুল কী ভুল। বার্তা সম্পাদক এজেন্সি কপির সঙ্গে আমার হাতে লেখা খবরটা পিন দিয়ে গেঁথে টেবিলের ওপর মেলে ধরে সোজাসুজি চোখের দিকে তাকালেন। কিছু জানতে চাওয়ার আগেই নীচু স্বরে বলি, ভুলটা সকালে কাগজ পড়ার সময়ই বুঝতে পেরেছি। তাড়াহুড়োয় করে ফেলেছি। আর হবে না।

অরুণ বাগচীর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। লজ্জা তো বটেই, একটু আশঙ্কাও ঘুরঘুর করছিল। দু'-বছরের ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হব হব করছে। এই সময় এমন সিলি মিসটেক। চাকরিটা পাকা না হয় যদি? যদি ট্রেনিং পিরিয়ডের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়? 'আর হবে নী' কথাটা নিজের কানে অসহায়, দুর্বল ও ক্ষমা-ভিক্ষার মতো শোনাল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। পাঁচ-ছ'হাত দূরে নিউজ ডেস্কের দিকে চোখের কোণ দিয়ে তাকানোর চেষ্টা করলাম। সদ্য চাকরি পাওয়া কারওর নিউজ এডিটের ডেস্কোর সামনে হেঁটমুন্ডু হয়ে বসে থাকাটা সেই সময় স্বাভাবিক ছিল না। তাও বিকেলের দিকে, ডেস্কোর সেকেন্ড শিফটের ব্যবস্তার যখন চরমে ওঠার জন্য দৌড় শুরু করেছে।

'আর হবে না, বুঝতে পারছি। কিন্তু তাড়াহুড়ো কেন? মোহনবাগানের খেলা ছিল বলে?'

অরুণ বাগচী আলতো করে জানতে চাইলেন। প্রশ্ন ও তার করার ভঙ্গিতে প্রশ্রয়ের কিঞ্চিৎ রেশ আমাকে ভরসা জোগাল যেন। যাক, তাড়াহুড়োর কারণটা তাহলে তাঁর জানা। আমার মাথা নাড়ানো দেখে এজেন্সি কপি ও আমার লেখা প্যাডের পাতা ড্রায়ারে চালান করতে করতে অরুণ বাগচী বললেন, তুমি, আমি ও আমরা ডেস্কের যে কাজটা করি, এই সাব এডিটিং, আমরা হলাম বড় টিমের গোলকিপার। সারাক্ষণ অবধারিত গোল আটকেও শেষ মুহূর্তের সামান্য ভুলে গোল খেয়ে হেরে গেলে সবাই আমাদের দুষবে। অতগুলো গোল যে আটকালে কেউ তা দেখবে না। স্ট্রাইকাররা যে গন্ডা গন্ডা গোল মিস করল, তা দেখবে না। বলবে, গোলকিপারের দোষই দলটা হেরে গেল। আর ওরা ভুরু ও চোখের ইশারায় রিপোর্টারদের ইঙ্গিত করে বললেন, ওরা সবাই বড় টিমের স্ট্রাইকার। সারা সপ্তাহ কিস্যুটি না করলেও কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু যেই একটা খবরের মতো খবর করবে, বাইলাইন পাবে, হইচই ফেলে দেবে, সবাই মাথায় তুলে নাচবে। গোলের পর গোল মিস করা স্ট্রাইকারের সাত খুন ওতেই মাফ। শেষ মুহূর্তে কোনওমতে গোলে বল ঢোকালেই 'হিরো'।অরুণ বাগচী শেষ বাক্যগুলো ছিল, ডেস্ক ভাল না হলে কাগজ ভাল হতে পারে না। ডেস্ক এতটাই জরুরি। কিন্তু কাগজ থ্যাস্কালেস।

দু'বছরের মধ্যেই গোলকিপিং ছেড়ে স্ট্রাইকার হয়েছিলাম। ডেস্ক থেকে রিপোর্টিং। বাইলাইন স্টোরি বুক ফুলিয়ে দিতাম। মনে হত, আর 'দ্বাদশ ব্যক্তি' নই। আমি এখন এগারো জনের মুল দলের একজন। এরও অনেক বছর আগে তারক সিনহা পিছে পড়ে থাকা একটা কাঁকরের জন্য বাংলার রঞ্জি দলের 'দ্বাদশ ব্যক্তি' হয়েছিল। কাগজে ছাপা ছবিতে নামের পাশে 'টুয়েলফথ ম্যান' লেখা দেখে তারকের মা ব্যাপারটার মানে জানতে চেয়েছিলেন। দাড়ি কামাতে কামাতে বিব্রত তারক মাকে তার মতো করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিল। তারকের মা ছেলের খেলা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারক মাকে লজ্জা দিতে চায়নি। ছলনার পথে হঁটেছিল। মাঠে গিয়ে খেলা দেখার সাধ অপূর্ব রেখেই তারকেরমা চোখ বুজে ছিলেন ছেলেকে লজ্জিত হতে না দিয়ে। ততদিনে জেনে গিয়েছি, দ্বাদশ ব্যক্তি আসলে মতি নন্দী। ময়দানের হাট কোর্ট মাঠে একটা ম্যাচে তিনি একটা ক্যাচ ফসকেছিলেন। সেই ম্যাচে তিনি ছিলেন 'টুয়েলফথ ম্যান'। ক্যাচটা না ফেললে তাঁর টিম ফার্স্ট ডিভিশনে উঠলেও উঠতে পারত। সেই আক্ষেপ ও গ্লানি ঢেলে দিয়ে 'দ্বাদশ ব্যক্তি' তারক সিনহাকে গড়ে তুলে তাকে নিতিনি অমর করে দিয়েছেন।

অথচ 'দ্বাদশ ব্যক্তি'-র পরিচিত তারপ পেতে চায়নি। ওই বিশেষণ তাকে সারাটা জীবন কুরে কুরে খেয়েছে। সে প্লেয়িং ইলেভেনের সদস্য হতে চেয়েছিল। না। পারার হতাশা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও ধ্বংসের দিকে। চাওয়া ও না-পাওয়ার এই চিরন্তন চক্র তেত্রিশ বছরে অম্বাতি রায়ুডুকেও বনবন ঘুরিয়েছে এই সেদিন পর্যন্ত। খারিজ হয়েও হাপিত্যেশ তিনি বসেছিলেন বিকল্প হিসেবেও যদি সেজন্য। ভেবেছিলেন, চোট -আঘাচের দীর্ঘ ফর্দে তার কপাল খুললেও খুলতে পারে। স্পিড পোস্ট মারফত পৌঁছে যেতে পারেন বিলেতে। কিন্তু মটর দানার মতো একটা 'কাঁকর' যে দুর্ভাগ্য সেজে কপালে লটকে রয়েছে দেখতে পাননি। মায়াঙ্ক আগরওয়ালের শিকে ছেড়ার ক্ষোভে দুঃখ ক্রিকেটকে গুড বাই জানিয়ে অম্বাতি রায়ডু সরে গেলেন বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার আগেই।

তারক আজ জন্মালে 'দ্বাদশ ব্যক্তি' না হ হতে পারত। ধবধবে সাদা ক্রিকেট রঙিন ও ঝলমলে হওয়ার পর 'দ্বাদশ ব্যক্তি' ও সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল হয়ে গিয়েছে। তারকদের সঙ্গী বৃদ্ধি ঘটেছে। সুযোগও। ওভার ধরাবাঁধা ক্রিকেটে দ্বাদশ ব্যক্তি এখন পঞ্চদশ যোদ্ধারই একজন। তারক সিনহা সুযোগ পায়নি, না পেতে চায়নি—অজানা। নিজস্ব বৃত্তে আটকে থেকে সে গুমরে মরেছে। নিজেকে বেগার খাটা লোক ভেবে গিয়েছে। এলেবেলে। নিজের বিরুদ্ধে অসফল বিদ্রোহ করে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকেও আলাদা পরিচিতি আদায় করে নিতে পারেনি। ব্যর্থ তার জীবন। এই দ্বাদশ ব্যক্তিদের আমি রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে দেখতে পাই। বাজারে গেলে দেখতে পাই। হাতে থলি নিয়ে তারা ভয়ে ভয়ে দোকানিকে দাম জিজ্ঞেস করে। ভাল ও দামি মাছের দিকে জুল জুল চোখে তাকিয়ে থাকে। কল্পনায় কেনে ও স্বাদ গ্রহণ করে। পরাজিত, হেরে যাওয়া জীবন তাদের। কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে বাকি পথটুকু তলার দায় যেন। মুখ তুলে তাকাতেও তার ভয় পায়। এদেরআমি ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলের মিছিলো হাঁটতে দেখি। রগের শির ফুলিয়ে তারা স্লোগানে গলা মেলায়। নেতার কাছাকাছি আসার বৃথা চেষ্টা করে। দলে থেকেও সে দলের মূল বৃত্তের বাইরে বসবাস করে। প্রান্তিক মানুষের মতো। ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতাহীন। ফেউয়ের মতো নেতাদেরপিছনে ঘুরে বেড়ানো তার কাজ। সে ভিড়ের অঙ্গ শুধু। তীর্থের কাকের মতো সামান্য একটু করুণার প্রত্যাশায় থাকা ছাড়া তাদের অন্য উপায় নেই। এরা দোষের ভাগীদার হয়, কৃতিত্বের অংশীদার নয়। তারক সিনহার সঙ্গে মতি নন্দীর মিল কতটা?

ময়দানে লিগের খেলা দেখে হাঁটতে হাঁটতে অফিস আসার পথে একদিন জানতে চেয়েছিলাম। কার্জন পার্কের পাশে কালোজাম বিক্রি হচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে মতি নন্দি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, মরশুমের ফল সব সয় খাবে বুঝলে? শরীর রোগহীন থাকবে।। ডাক্তারকে ফি দিতে হবে না। আমার মনে হয়েছিল, হয় প্রশ্নটা উনি শুনতে পাননি, নয়তো জবাব দেবেন না বলেঅন্য কথা শোনাচ্ছেন। হাতে বিটনুন মাথা কালোজামের ভিজে ভিজে ঠোঙ্গা। একটার পর একটা মুখে দিয়ে বিচি ফেলে গলেন আমার কথাটার উত্তর না দিয়ে। কিন্তু অফিসে ঝোকার মুখে কী ভেবে কে জানে বলেছিলেন, আমি কতটা তারক সিনহা-সেই প্রশ্ন অবান্তর। বাংলা সাহিত্যে তারক সিনহার আসন কেউ টলাতে পারবে না। দ্বাদশ ব্যক্তি চিরস্থায়ী।

ওই বছরেই উত্তেজিত ও উৎফুল্ল মতি নন্দী সগর্বে বলেছিলেন, সম্পাদক নিজে ডেকে বললেন, এবার পুজোর সেরা উপন্যাস 'বাওবার'। শুনে কেন যেন মনে হয়েছিল,তারক সিনার ভাগ্য তাকে প্লেয়িং ইলেভেনে আসতে দেয়নি। মতি নন্দী কিন্তু গর্বিত সাম্পাদকের দেওয়া একনম্বর তকমায়।

তারক সিনহা এগারো জনের দলে আসতে পারেনি পিচের গুড লেংথ স্পটে পড়ে থাকা কাঁকরটা দেখেও উপেক্ষা করেছল বলে। কপাল। তাঁর 'দ্বাদশ ব্যক্তি' হয়ে ওঠার মূলে কাঁকক সেজে ঘাপটি মেরে পড়েছিল সেই আদি ও অকৃত্রিম ভাগ্য।

এমনই এক 'ভাগ্যহীন' মহাত্মাকে আমি চাক্ষুষ করেছিলাম নয়ের দশকের গোড়ায়। দিল্লির ডিফেন্স কলোনিতে সেই মহাত্মার এক আত্মীয়র থেকে ভাড়া নেওয়া সাদামাটা এক বর্ষাতিতে। তখন তিনি নবতিপর। কিন্তু টানটান। তখনও 'ভারতরত্ন' হননি। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। শেষ বয়সের প্রফুল্ল সেন যেন। ভাল বা মন্দ লাগার উর্ধ্বে উঠে নির্লিপ্ত। নিজের বলতে কিছু নেই। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। অনুযোগ নেই। হতাশা নেই। চাহিদা নেই। প্রত্যাশা নেই। কিছু না থাকারকিছুই না-চাওয়ার পরম তৃপ্তি নির্মল হাসি হয়ে যেন লেপটে ছিল তার মুখে। পরম এক প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি।

কেন যেন আমার আজও মনে হয়, ভারতীয় রাজনীতির আদি 'দ্বাদশ ব্যক্তি' তিনিই। গুলজারিলাল নন্দ। চিনের ভারত আক্রমণ জওহলাল নেহরুকে বিরাটএক ধাক্কা দিয়েছিল। 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' স্লোগান দিয়েও তারা যে আক্রমণ করতে পারে—নেহরু তা কল্পনাতেও আনেননি। ২৭ মে, ১৯৬৪ নেহরু মারা যাওয়ার দিনেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন গুলজারিলাল নন্দ। তেরো দিন কাটিয়ে চোদ্দো দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। দেড় বছর দেশ শাসন করে ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি লালবাহাদুর মারা যাওয়ার দ্বিতীয়বারের মতো অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন গুলজারিলাল। কী আশ্চর্য এবারের তেরো কাটিয়ে চোদ্দা দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর আহরণ প্রশস্ত করতে। মটরদানার মতো একটা কাঁকর পিচ থেকে তুলেত পারেনি বলে তারককে 'টুয়লফথ ম্যান' হতে হয়েছিল।

ফ্যালফেলে দৃষ্টি নিয়ে বিহ্বল তারককে উউকেট কিপার বলেছিল, ঘাবড়াসনি, সেকেন্ড ইনিংস তো আছে। তেরোর গেরো দু'বার পেরিয়েছিলেন গুলজারিলাল। সেকেন্ড ইনিংস খেলার মতো সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু নামে পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'অস্থায়ী' শব্দটা মুছে দিতে তিনি পারেননি, যেমন পারেনি তারক সিনহা। 'দ্বাদশ ব্যক্তি' তকমাটা ঝেড়ে ফেলতে গুলজারিলালের প্রশান্ত মুখ থেকে কি সান্ত্বনার প্রলেপের খোঁজ পান লালকৃষ্ম আদবানি? জানতে ইচ্ছে হয় বড়। দল গড়ে, দুলের মাথা হয়েও ভাগ্য তাঁকে হাতছানি দিয়ে মরীচিকা হয়ে রইল। উপ-প্রাধানমন্ত্রী হয়েও 'প্রধান' হওয়া তাঁর গল না। জীবনের উপান্তে বহমান রাজনীতির এলেবেলে 'দ্বাদশ ব্যক্তি' তো তিনিই ভাগ্যের চাকা এভাবেই ঘুরে ঘুরে চলে। কখনও তারক সিনহা, কখনও গুলজারিলাল নন্দ, কখনও লালকৃষ্ণ আদবানি, কখনও................।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

টানা বৃষ্টিতে বেহাল দশায় রাজ্যের জাতীয় সড়ক। ছবি- নিজস্ব।

টানা বৃষ্টির পর মঙ্গলবার সাময়িক বৃষ্টির স্বস্তিতে মাছ ধরতে ব্যস্ত মৎস্যপ্রেমীরা। ছবি- নিজস্ব।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিপুল জন সমাগম বেলুড় মঠে

বেলুড়, ১৬ জুলাই (হি.স.) : গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভক্তদের সমাগমে মুখোরিত হয়ে উঠল বেলুড় মঠ চত্বর। মঙ্গলবার সকাল থেকে বহু মানুষ বেলুড় মঠে এসে গুরু পূর্ণিমা উদযাপন করেছে। পুণ্য এই তিথিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বহু মানুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের তীর্থভূমি দেখতে আসেন। সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রিয় গুরুকে একবার দেখার আকুল আর্তি নিয়ে মানুষের এই জনসমাগম। এই বিশেষ দিনে সকলেই চান তাদের প্রণম্য গুরুদেবকে একবার দর্শন করতে। সেই বাসনা উপলব্ধি নিয়েই মনের টানে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন দিয়ে প্রতীক্ষা করেছেন তাদের প্রিয় গুরুদেব স্বামী স্মরণানন্দজীকে দর্শনের জন্য।

উল্লেখ্য, গুরু পূর্ণিমা হল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য মতে পালিত একটি উতব, যাতে 'গুরু পূজা' সম্পন্ন করা হয়ঊ হিন্দু পুরাণ মতে, এই দিন 'মহাভারত' রচয়িতা মহির্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুণি পরাশর ও মাতা সত্যবতীর ঘরেঊ ফলে এই দিনটিকে কখনও কখনও 'ব্যাস পূর্ণিমা'-ও বলা হয়ঊ হিন্দু ধর্মে আষাঢ়ের পূর্ণিমাকে 'গুরু পূর্ণিমা' হিসেবে ধরা হয়ঊ এই দিন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিনঊ শুধু ভারতে নয়, এই দিনটি নেপালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়ঊ হিন্দু ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মেও এই দিনটির গুরুত্ব অপরিশীমঊ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে 'ত্রিবেণী সঙ্গম'-এ বিশেষ পূজার্চনা করেন ভক্তরাঊ মহারাষ্ট্রের নাগপুরের সাই মন্দিরে সকাল থেকেই ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গণতন্ত্র হত্যার রক্ত: জয়প্রকাশ

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গণতন্ত্র হত্যার রক্ত লেগে আছে বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বনগাঁ পুরসভায় যা ঘটল, তা সারা রাজ্য তথা দেশের মানুষ দেখেছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিজেপি কাউন্সিলরদের বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, 'সামনেই ২১ জুলাই। সেই মঞ্চে উনি কোন মুখে দাঁড়ান দেখতে চাই। অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দেবে'।

যদিও বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোট নিয়ে একজিকিউটিভ অফিসারের বক্তব্যেও কাটল না ধোঁয়াশা। মঙ্গলবার বিকেলে পুর ভবন থেকে বেরিয়ে একজিকিউটিভ অফিসার গৌরাঙ্গ বিশ্বাস বলেন, আস্থা ভোট হয়েছে। তবে তাতে কে জিতেছে তা প্রকাশ্যে জানাননি তিনি। বলেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়বে রিপোর্ট।

বনগাঁ

ছয়ের পাতায়

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন , রংপুরেই শেষ শয্যা এরশাদের

ঢাকা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : রংপুরের মানুষের ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজ বাড়ি পল্লীনিবাসেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিরোধী দলনেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে করবস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় পার্টি।

এরশাদের স্ত্রী ও সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের উপ-নেতা রওশন এরশাদ এবং প্রয়াত সেনাশাসকের ছোট ভাই ও জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম মহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে হিন্দুস্থান সমাচারকে একথা জানান। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতারা। এর আগে জাতীয় পার্টির নেতারা ঢাকায় সেনানিবাস এলাকায় দাফনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জাতীয় পার্টি সূত্রে আরও জানা গেছে, পল্লীনিবাসে স্বামীর কবরের পাশে নিজের জন্য কবরের জায়গা রাখার অনুরোধও করেছেন রওশন এরশাদ। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ রংপুর-৩ (সদর) আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি এ আসন থেকে টানা ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রংপুরকে জাতীয় পার্টির ঘাঁটি বিবেচনা করা হয়। এরশাদ জেলে থেকেও এখান থেকে ভোট করে বারবার নির্বাচিত হয়েছেন।

এরশাদকে নিয়ে রংপুরের মানুষের এক ধরনের আবেগ কাজ করে। সেই আবেগ থেকেই কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে এখানকার নেতাকর্মীরা পল্লীনিবাসে এরশাদের জন্য কবর খুঁড়ে রাখেন। তারা এরশাদকে রংপুরেই সমাহিত করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। মঙ্গলবার বেলা ২টা ২৯ মিনিটে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এরশাদের জানাজা। প্রায় লাখো মানুষ এরশাদের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে এরশাদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর নিজ বাড়ি পল্লীনিবাসে। জানাজা শেষে সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা এরশাদের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ঢল নামে। জানাজার আগে এরশাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া চেয়ে বক্তৃতা করেন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের, এরশাদের ছেলে রাহগির আল মাহি সাদ, জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা, রংপুর সিটি মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সাবেক রাষ্ট্রপতির মরদেহ নিয়ে বিমানবাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে অবতরণ করে। পরে ১২টা ১৫ মিনিটে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কালেক্টরেট মাঠে এরশাদের মরদেহ নেয়া হয়। সেখানে এরশাদের লাশ গ্রহণ করেন দলের সভাপতিম-লীর সদস্য ও রংপুর সিটি মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান ও নেতাকর্মীরা। রংপুর জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা বলেছেন, এরশাদের অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাঁকে রংপুরেই কবরস্থ করা হোক। সে জন্য পল্লীনিবাসের লিচুতলায় বাবার কবরের পাশে এরশাদের জন্য কবর খনন করা হয়েছে। রংপুর মহানগর জাতীয় পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন বলেন, জানাজা শেষে করবস্থর জন্য সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন করা হয়েছে। রংপুরের মেয়র আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তারা 'যে কোনো মূল্যে' এরশাদের মরদেহ রংপুরে রেখে দেবেন। এরশাদকে রংপুরেই করবস্থ করা হবে।

রবিবার সকাল পৌনে ৮টায় রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি রক্তে সংক্রমণসহ লিভার জটিলতায় ভুগছিলেন। রবিবার বাদ জোহর ঢাকা সেনানিবাস কেন্দ্রীয় মসজিদে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর সোমবার বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় এবং বাদ আসর বায়তুল মোকাররম মসজিদে তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ জানাজা।

হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মন্ত্রী ফণীভূষণ, দেখলেন বন্যার তোড়ে বিধ্বস্ত কাঁটাতারের বেড়া

হাটশিঙিমারি (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : গতকাল বিকেলে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সদর হাটশিঙিমারি থেকে মাত্র প্রায় চার কিলোমিটার দূরবর্তী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আসামের আলগা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার ১০৫১-৬(এস) নম্বর সীমান্তখুঁটির কাছে সংস্থাপিত কাঁটাতারের বেড়া এবং সংলগ্ন সীমান্তসড়কের প্রায় ১৫ মিটার অংশ বন্যার তোড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই এলাকা এবং নতুন প্রায় ৮০ মিটার ভেসে যাওয়া কাঁটাতারের বেড়া পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী।

জেলার বুক চিড়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ আজও বিপদসীমার ৩০.৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসামের আলগায় বন্যার জলের তোড়ে বিধবস্ত হয়েছিল কাঁটাতারের বেড়া ও বাঁধ তথা আন্তর্জাতিক সীমান্ত সড়ক। মঙ্গলবার বিকেলেও ওই একই জায়গায় আরও প্রায় ৮০ মিটার কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে জলের প্রবল স্রোত। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক বন্যা পরিস্থিতির ওপর দেখভালের জন্য জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী আজ বেলা প্রায় একটায় হাটশিঙিমারি আসেন। এখানে জেলাশাসকের কার্যালয়ে বন্যা পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা সভা করেন তিনি। সভা শেষে জেলাশাসক আতিকা সুলতানা, বিধায়ক মতিউর রহমান মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক জাবেদ ইসলাম, পুলিশ সুপার কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া-সহ কয়েকটি অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বন্যা কবলিত শিশুমারা, কোকরাডাঙা, কলেজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে বানভাসিদের খোঁজখবর নেন মন্ত্রী ফণীভূষণ। এর পর তাঁরা যান সীমান্তবর্তী আসামের আলগা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায়, যেখানে বন্যায় ভেসে গেছে কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত-রাস্তা। সেখান থেকে ফিরে মন্ত্রী ঘটনায় ভয়াবহতা বর্ণনা করে বন্যার পরই তৎকালীনভাবে সীমান্তের এই ভাঙা অংশ ফের নির্মাণ করা হবে বলে সাংবাদিকদের জানান।

এদিকে, জেলার প্রায় ৬ লক্ষাধিক মানুষ এখনও বন্যার কবলে পড়ে হাহাকার করছেন। জেলা প্রশাসন তাদের উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং কোনও ত্রাণ সামগ্রী কেন বন্যার্তদের মধ্যে বিলি করা হয়নি, সংবাদিকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে মন্ত্রী বলেন, সব ব্যবস্থা হবে, ত্রাণ সাহায্যের প্রস্তুতি চলছে। আগামীকাল কিংবা পরশুর মধ্যে সকলকে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হবে, প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। জানা গেছে, ত্রাণ ও উদ্ধারে কোনও গাফিলতি না করতে প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন মন্ত্রী ফণীভূষণ।

মুম্বইয়ের ডোংরিতে বহুতল ভেঙে প্রাণহানি : শোকপ্রকাশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। মহারাষ্ট্র সরকার, এনডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকার্যের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতদের পাশে রয়েছে।'

মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকেরা। এদিন বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-ও উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কমপক্ষে ৪০ জনেরও বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশংকা প্রশাসনের। উদ্ধারকার্য চলছে।

নিজেদের জেতার হিম্মত নেই তাই অশান্তি পাকাচ্ছে, আস্থা ভোট প্রসঙ্গে বাম-বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবাংলায় জঙ্গল রাজত্ব চলছেঊ বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোটের অশান্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনটাই জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা ঊ বনগাঁ পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলরদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পুরসভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ আর তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বাধা দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে রাহুলবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে বলেন, "হাইকোর্টের আদেশও এখানে কার্যকর হয় না ঊ হাইকোর্টের প্রতিনিধিদেরও ঢুকতে দেয়নিঊ এটা ভারতবর্ষের বাইরের কোনও জায়গা কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়ঊ " তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "তার মানে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল রাজত্ব চলছেঊ নিজেদের জেতার হিম্মত নেই উসন্ত্রাসী করা দল ঊ " তাঁর মত জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি মনে করি আদালতের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ঊ আমরা আবার আদালতে যাব ঊ "

শাসক দলের এহেন আচরণকে অনৈতিক বলেই মনে করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবীন দেব ঊ তাঁর কথায় "গণতন্ত্রকে জবাই করছে তৃণমূল ঊ এটাই ওদের অভ্যাস ঊ গত আট বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছে ওরা ঊ মাঝখানে বড় বড় কথা বলেঊ কিন্তু ওদের আসল স্বভাব হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া ঊ" অভিযোগের সুরে এই বর্ষীয়ান নেতা জানান, "গণতান্ত্রিক রীতি নীতি, আদালতের রায় কোনটাকেই ওরা পাত্তা দেয় না ঊ ভাবে নিজেরা সব দখলে রাখবেঊ " সিপিএমের কাউন্সিলরকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন রবীনবাবু। বনগাঁ পুরসভায় মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিজেপি দু'জন কাউন্সিলারকে আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন বিজেপির দুই কাউন্সিলার হিমাদ্রী মণ্ডল এবং কার্তিক মণ্ডলের গ্রেফতারির উপর এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁদের বিরুদ্ধে এক তৃণমূল কাউন্সিলারকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় বিজেপি কর্মীদের। পুরসভার সামনে লাগাতার ইটবৃষ্টি চলে, ভাঙচুর করা হয় দুটি দোকান। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামাতে হয় র‍্যাফ এবং বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও র‍্যাফের সামনেই চলে বোমাবাজি। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। বনগাঁ পুরসভা দখলে রাখার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ, তাদের দুই কাউন্সিলরকে পুরসভায় ঢুকতেই দেয়নি তৃণমূল কর্মীরা। তালা বন্ধ করে নয়জন কাউন্সিলরকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের আরও অভিযোগ, কাউন্সিলরদের আটকে পুরবোর্ড দখল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। বিজেপি কাউন্সিলররা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিশ যদি তাঁদের পুরসভায় ঢুকতে আটকায় এবং শেষ পর্যন্ত আস্থা ভোট আটকায়, তাঁরা ফের আদালতে যাবেন।

বাজ পরে ক্যানিংয়ে মৃত্যু দুই ছাত্র সহ তিন জনের

ক্যানিং, ১৬ জুলাই (হি. স.) : বাজ পরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তিন ছাত্রের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ২ ব্লকের হোমরা পলতা এলাকায়। দুটি পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন নবম শ্রেণীর কিশোর রয়েছে আর একজন বছর পঁয়ত্রিশের ব্যক্তি। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন ছাত্র। যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত দুই ছাত্রের নাম আনিসুর রহমান লস্কর(১৫) ও সুজাউদ্দিন মোল্ল্যা(১৫)। আহত কাশ্মীরা সরদার ,আমিনুল হালদার। এরা সকলেই জীবনতলা থানার অন্তর্গত হোমরা পলতা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর পড়ুয়া। অন্যদিকে জীবনতলা থানার খুঁচিতলায় আরেকটি পৃথক ঘটনায় বাজ পড়ে আরও একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পুলিশ মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে স্কুলের টিফিনের সময় সামান্য ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে মেঘের গর্জন প্রচন্ড হারে হতে থাকে। স্কুলে টিফিন থাকায় ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের বাইরে কিছুটা দূরে গিয়েছিল। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেয় তারা। আচমকা বিদ্যুতের ঝলকানির মতো বাজ পড়লে হোমরাপলতা হাইস্কুলের এক নবম শ্রেণীর ছাত্রের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং গুরুতর জখম হয় আরও তিনজন। গুরুতর আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে অপর আর এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে খুঁচিতলা এলাকায় মৃত ওই ব্যক্তি কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মারা যান। পুলিশ দেহ গুলিকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

কেশরবাই বহুতল ভেঙে প্রাণহানি বেড়ে ৭, গুরুতর আহত ৮, শোক প্রকাশ প্রিয়াংকা গান্ধীর

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে মৃত্যু হল আরও দু"জনের। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আট জন। যাঁদের মধ্যে একটি শিশু এবং একজন মহিলাও রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ আচমকাই ডোংরি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ওই চারতলা বহুতল। ধ্বংসস্তূপের তলায় ৪০ জনেরও বেশি মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশংকা পুলিশ-প্রশাসনের। এলাকার সকল পার্টি কর্মীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেছে কংগ্রেস।

মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, গুরুতর আহত অবস্থায় ৮ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৭ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকেরা। ঘটনার পর রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে এদিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধী বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে এটি তৃতীয় ঘটনা। প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? দুর্ঘটনাগ্রস্তদের আমার গভীর সমবেদনা জানাই। কংগ্রেসের সকল কর্মীদের যতদূর সম্ভব সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।' এদিন বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-ও উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কমপক্ষে ৪০ জনেরও বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশংকা প্রশাসনের। উদ্ধারকার্য চলছে।

থানার উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হল ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ১৬ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত ক্যানিং থানার উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হল ক্যানিংয়ে। ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল মঞ্চে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জেলার পুলিশের সুপার রশিদ মুনির খান সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা।

এছাড়াও ক্যানিং থানা ও ক্যানিং মহিলা থানার আধিকারিক ও কর্মীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

জলের অপচয় বন্ধ, গাছ না কেটে গাছ লাগানো, বাল্য বিবাহ ও নারী পাচার বন্ধ সহ বেশ কয়েকটি সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতামুলুক বিষয়ে এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফ থেকে এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটি করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর বহু মহিলা ও শিশু ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যায়।

পাশাপাশি নদী মাতৃক এই এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরির পাশাপাশি নির্বিচারে গাছ কাটার বিরুদ্ধে সাওয়াল করেন পুলিশ জেলার আধিকারিকরা। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও বন্ধের আবেদন জানান তারা।

আর এইসব কিছু তখনই সম্ভব যখন এলাকার সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হবেন।

তাই এদিন এলাকার পড়ুয়াদেরকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার ও প্র্যতেকে তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবদের এ বিষয়ে যাতে সচেতন করেন সে বিষয়ে ভূমিকা নেওয়ার আবেদন জানান পুলিশ কর্তারা।

এদিন নাচ, গান, নাটকের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে সচেতন করা হয়।

কাজিরঙায় আজ মৃত্যু আরও এক গণ্ডারের, বন্যায় নিহত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দাঁড়াল ২৩-এ

কাজিরঙা (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে বন্যার জেরে আজ এক মহিলা গণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বন্যা কবলিত কাজিরঙায় নানা কারণে ২৩টি বন্য প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। কাজিরঙায় অপরিবর্তিত বন্যা পরিস্থিতি। আজও উদ্যানের প্রায় ৯০ শতাংশ জলে প্লাবিত। নিরাপদ জায়গার সন্ধানে ছুটোছুটি করছে প্রাণীকুল। নিহত গণ্ডারটি সংলগ্ন কারবি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

জানা গেছে, পাহাড় থেকে প্রায় ৫০০ ফুট নীচে পড়ে গিয়ে একটি বিশাল পাথরের খাঁজে আটকে পড়ে গণ্ডারটি। তাকে উদ্ধার করতে বন সুরক্ষা কর্মীরা অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। কেননা, উদ্ধারের আগেই মৃত্যুবরণ করে গণ্ডারটি।

এদিকে বন দফতরের এক সূত্রের খবরে জানা গেছে, চলমান ভয়াবহ বন্যায় গত ১৩ জুলাই থেকে সোমবার (১৫ জুলাই) রাত ৮-টা পর্যন্ত কাজিরঙায় ২৩টি বন্যপ্রাণীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে কাজিরঙা উদ্যানের বুক চিড়ে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় ৯, বন্যার জলে ডুবে ৬-টি প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া বন্যার কবল উদ্ধারের পর চিকিৎসা চলাকালীন মারা গেছে ৩ এবং অন্যান্য কারণে প্রাণ হারিয়েছে ৫-টি বন্যজন্তু।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

সালমানের প্রেমিকারা?

সাল্মানের প্রেমের গল্প আরাম্ব হয়ে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় সেন্ট স্তানিসলাস হাই স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠী বন্ধুর বোনের প্রেমে পড়েন সালমান। সেই প্রেম কলেজ জীবন পর্যন্ত গড়ায়। তবে সেই প্রেমিকার বিষয়ে কখনো বিস্তারিত জানা যায়নি। সালমান খানের প্রথম প্রেমিকা হিসেবে বরাবরই উচ্চারিত হয়েছে সংগীতা বিজলানির নাম। সে সময় চলচ্চিত্রে মাত্র পা রেখেছেন সালমান। পাকিস্তানি অভিনেত্রী সোমি আলির সঙ্গে সালমানের প্রেম শুরু ১৯৯৩ সালে। সোমি ছিলেন বয়সে সালমানের দশ বছরের ছোট ছিল।তার পর প্রেমে পড়েন ঐশ্বরিয়া রায় ও সালমান। সে সময় তাদের সম্পর্ক দারুণ আলোচিত ছিল। তার পর সালমানের জীবনে আসেন ক্যাটরিনা কাইফ। সালমান খানই সুন্দরী এই ইন্দো-ব্রিটিশ অভিনেত্রীকে বলিউডে প্রতিষ্ঠিত করেন। গত কয়েক বছর ধরে রোমানিয়ার অভিনেত্রী লুলিয়া ভ্যাঞ্চুরের সঙ্গে সালমান খানের প্রেমের গুজব শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে সালমানের ছোট বোন অর্পিতার বিয়েতে খান পরিবারের সঙ্গে লুলিয়ার ঘনিষ্টতা চোখে পড়েছে আসরে উপস্থিত অতিথিদের।

পিত্তথলিতে পাথর?

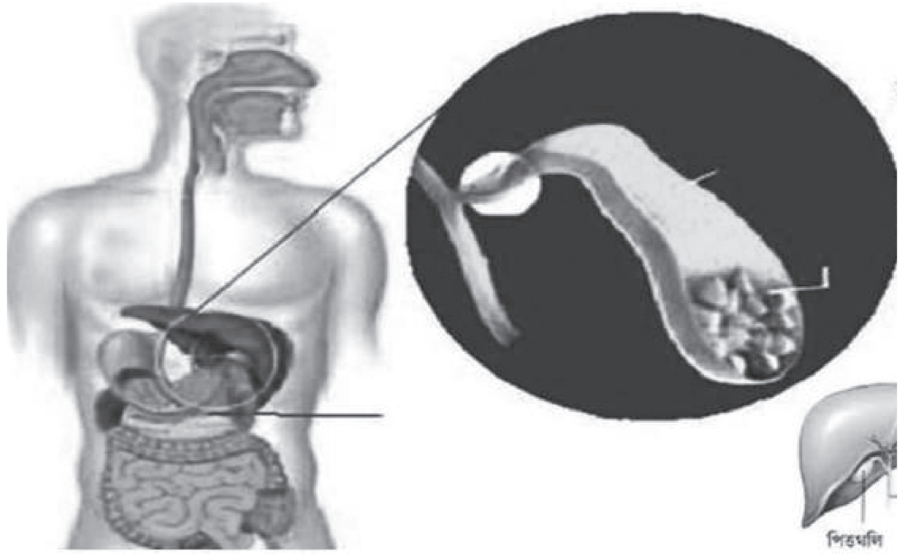

পিত্তথলির পাথর আসলে ছোট ছোট বালুর দানার মতো থেকে শুরু করে মটরের দানা বা তার চেয়েও বড় শক্ত দানাদার বস্তু, যা বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। এটা নির্ভর করে কী পদার্থ দিয়ে পাথরটা তৈরি তার ওপর। কোলেস্টেরল, বিলিরুবিন বা ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি এই পাথরগুলো পিত্তরসের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় থাকে এবং হালকা বাদামি, ময়লাটে সাদা বা কুচকুচে কালো রঙেরও হতে পারে। পেটের ডানদিকে যকৃতের পেছনে ও তলার দিকে থাকে পিত্তথলি। পিত্তরস তৈরি করাই এর কাজ। খাবার হজমে, বিশেষ করে চর্বিজাতীয় খাবার হজম করতে পিত্তরস দরকার হয়। নানা কারণে এই পিত্তথলিতে বিভিন্ন পদার্থ অতিরিক্ত জমে গিয়ে পাথরের সৃষ্টি করে। যাদের বেশি হয়: স্থূল ও ওজনাধিক্য ব্যক্তিদের পিত্তথলিতে পাথর বেশি হতে দেখা যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের এই প্রবণতা বেশি।এ ছাড়া চল্লিশোর্ধ বয়স, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাবার অভ্যাস, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেভাবে বুঝবেন: পিত্তথলির অবস্থানটা পেটের কোথায় তা আগেই বলা হয়েছে। পিত্তথলিতে পাথর হলে এতে প্রদাহ হয়, যাকে কোলেসিস্টাইটিস বলা হয়। তখন ওপর পেটের ডানদিকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। মিনিট খানেক হতে ঘণ্টা খানেক স্থায়ী হতে পারে এই ব্যথা। ব্যথা পেটের পেছন দিকে, কাঁধে, পেটের মাঝ বরাবর এমনকি বুকের ভেতরও ছড়িয়ে পড়তে পারে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে বমি ভাব বা বমি, হালকা জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।অনেক সময় পাথর পিত্তথলি থেকে বোরোতে গিয়ে পিত্তনালিতে আটকে যায় এবং তখন বিলিরুবিনের বিপাক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন জন্ডিসও হতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য এই উপসর্গের পাশাপাশি পেটের আলট্রাসনোগ্রামই যথেষ্ট। পাথরের অবস্থান জানতে বা প্রয়োজনে বের করতে ইআরসিপি জাতীয় পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে পেটের আলসার, যকৃতের কোনো সমস্যা বা এমনকি হৃদরোগেও কাছাকাছি ধরনের ব্যথা হতে পারে বলে সেগুলোর অবস্থাও নির্ণয় করে নেওয়া দরকার হয়।

হেমা না পারলেও আমি কিন্তু ঝাড়ু দিতে পারি": ধর্মেন্দ্র

হেমা মালিনী বলিউড কিংবদন্তি বটে কিন্তু তিনি তো বিজেপি-র একনিষ্ঠ কর্মী ও সাংসদ, তাই দলের সমস্ত কর্মসূচিতে তিনি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশ নিয়ে থাকেন। তেমনই একটি কর্মসূচি ছিল সম্প্রতি সংসদের বাইরে, রাস্তা পরিষ্কার। বিজেপি-র স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ সেটি। হেমা নিজেও হাতে ঝাড়ু তুলে নিলেন। সেই ছবি ইন্টারনেটে ছড়াতে একচোট ট্রোলও সহ্য করতে হল। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা, এই নিয়ে মজা করলেন ধর্মেন্দ্র স্বয়ং।হেমা মালিনীর ঝাড়ু দেওয়ার ভিডিও ও ছবি টুইটারে শেয়ার করা হলে একজন সেখানে সম্প্রতি মন্তব্য করে বসেন যে দেখে মনে হচ্ছে না, হেমাজি কোনওদিন ঝাড়ু দিয়েছেন। শুধু বলা নয়, সেই নেটিজেন মন্তব্যটি লেখেন ধর্মেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে।অন্য কেউ হলে হয়তো রেগে যেতেন। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর সেন্স অফ হিউমরের কথা ফিল্মজগতের সবার জানা।তাই তিনি সেই নেটিজেনকে চারটি কটু কথা না বলে বরং বিষয়টা নিয়ে হালকা চালে মজা করলেন। ওই নেটিজেনের প্রশ্ন ছিল, "হেমাজি কি কখনও ঝাড়ু দিয়েছেন?" ধর্মেন্দ্র ওই টুইটের উত্তরে লেখেন, "হ্যাঁ দিয়েছেন তবে শুধু সিনেমায়। আমারও দেখে আনাড়ি লাগছে। কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকেই মায়ের সব কাজে সাহায্য করতাম। বিশেষ করে খুব ভাল ঝাড়ু দিতে পারতাম। আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসি।"এবার পুজোয় "যুদ্ধ" করবেন হৃতিক ও টাইগারমোক্ষম উত্তর এবং স্বয়ং ধর্মেন্দ্রর কাছ থেকে। তাই এর পরে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে। আসলে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ তো আর এই প্রথম নয়। সারা বছরই এই কর্মসূচি চলে এবং বিজেপি-র নেতৃবৃন্দ সেখানে অংশ নিয়ে থাকেন যাতে কর্মীরা ও সাধারণ মানুষ সেই দেখে অনুপ্রাণিত হন। তাই নতুন করে আর এই নিয়ে রসিকতা করার কোনও মানে আছে কি?

তুলসী পাতার রহস্য!

বাস্তু শাস্ত্র মতে বাড়িতে কোন দোষ থাকলে তুলসি গাছে এনে রাখা উচিত। এমনটা করলে সমস্ত দোষ কেটে যায়। সেই সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে যত আমরা নেগেটিভ এনার্জির থেকে দূরে থাকবো, তত খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা কমে। কিন্তু এমনটা তো বোঝা সম্ভব নয় যে আমাদের আশেপাশে নেগেটিভ এনার্জির নিজের জাল বিছচ্ছে কিনা। তাই বাড়িতে তুলসি গাছ রাখা মাস্ট! কারণ তুলসি মা সব রকমের নেগেটিভ এনার্জিকে দূরে রাখে।ফলে খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে শূন্যে এসে দাঁড়ায়। বাড়িতে রাখা তুলসি গাছ শুকিয়ে গেলে ভুলেও তা বাড়িতে রাখে দেবেন না। বরং তা জলে ভাসিয়ে দেবেন। কারণ শুকিয়ে যাওয়া তুলসি গাছ বাড়িতে রাখলে মারাত্মক কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন যদি ১-২ টো করে তুলসি পাতা খাওয়া যায়, তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে কোনও ধরনের সংক্রমণই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

কাঁকরোলের গুণ

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় যাদের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি বা যাদের উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের রয়েছে তাদের নিশ্চিন্তে কাঁকরোল খেতে পারেন। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, কাঁকরোলের পুষ্টি উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে ধীর গতির করতে পারে। অ্যানেমিয়া প্রতিহত করে কাঁকরোলে প্রচুর আয়রন থাকার পাশাপাশি ভিটামিন সি ও ফলিক এসিড ও থাকে। এ কারণে নিয়মিত এটি খেলে অ্যানেমিয়ার প্রতিহত করা সম্ভব হয়।এটি উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ প্রতিরোধ করে যেহেতু কাঁকরোলে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে তাই এটি কার্ডিওভাস্কুলার রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায় কাঁকরোলে চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ভিটামিন, বিটাক্যারোটিন ও অন্যান্য উপাদান থাকে, যা দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে সাহায্য করার পাশাপাশি চোখের ছানি প্রতিরোধেও সাহায্য করে।বিষণ্ণতা প্রতিহত করে কাঁকরোলে সেলেনিয়াম, মিনারেল এবং ভিটামিন থাকে, যা নার্ভাস সিস্টেমের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। তাই বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে কাঁকরোল।

গ্রীষ্মে শরীর শীতল রাখবে অ্যালোভেরা পাঞ্চ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা উদ্ভিদের নাম অ্যালোভেরা। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালোভেরা এন্টিটক্সিডেন্টে ভরপুর। বিশেষ করে গ্রীষ্মে এই উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই মৌসুমেই শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি তাছাড়া শরীর শীতল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এ উদ্ভিদ।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবী ভেষজ উদ্ভিদ এবং দেখতে অনেকটা আনারস গাছেরমতো। এর পাতাগুলোপুরু, দুই পাশে কাঁটা এবং ভেতরে পিচ্ছিল শাঁস (জেল) থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিতটি। ত্বকের ফুসকুড়ি, পোড়া ও খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। এছাড়াও জুস তৈরিতে, খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন উৎপাদান হিসেবে ও ঘরবাড়ি সাজ সজ্জায় ব্যবহৃত হয় এ উদ্ভিদ।

এর জেল পান করলে পরিপাকক্রিয়া সহজ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে তা।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে খেলাধুলো, মর্নিং ওয়ার্ক বা শরীরিক কসরতের সময় দেহকে ঠান্ডা রাখতে ও ক্লান্তি দূর করতে পান করতে পারেন বিভিন্ন ভেষজ সবজি মিশ্রিত এক গ্লাস অ্যালোভেরা পাঞ্চ (পাঁচমিশালি)। ঘরে বসে নিজে নিজে অ্যালোভেরা পাঞ্চ তৈরির সুবিধার্থে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো তা প্রস্তুতের একটি কার্যকর রেসিপি।

উপাদান

শসা ১ টি লেবু ১ টিকমলা ১ টিসতেজ মিন্ট (পুদিনা)ডাব নারিকেলের জল ২৫০ মিলিমিটারঅ্যালোভেরা জুস ১৫০ মিলিলিটার মধু ৫ মিলিলিটার

প্রস্তুত পদ্ধতি১. ছোট ছোট টুকরায় শসা, কমলা, লেবু ও পুদিনা একত্র করে এর মধ্যে লেবুর রস ঢেলেদিন।

২. আলাদা একটি পাত্রে ডাবের জল, অ্যালোভেরা জুস ও মধুর মিশ্রণ তৈরি করুন।

৩. মিশ্রণটির সঙ্গে শসা, কমলালেবু ও পুদিনা একত্র করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে গ্লাসে পরিবেশন করুন।

রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায়? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।

যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই 'মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক' দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক'—

উপকরণ

৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি

সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।

স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

গালিগালাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো

স্কুল-কলেজ, বাসাবাড়ি বা অফিসেই কেউ যদি অতি মানসিক চাপে গালি দেয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। ঘটে যায় মস্ত বড় কেলেঙ্কারি। তবে গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। গবেষকদের দাবি গালিগালাজই কমাতে পারে মানসিক চাপ, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কাটানোর সহজ উপায়।

অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়বিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন। তাই মার্কিন গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ, অবসাদ, ক্ষোভ কাটাতে প্রয়োজনে একান্তে গালিগালাজ দেয়া ভালো। তবে স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে।তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন? মারাত্মক বিপদ বাড়াচ্ছেন অজান্তেই,

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা।কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজাইপোজেস্টরন অ্যাসিটেট ব ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওষুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওষুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

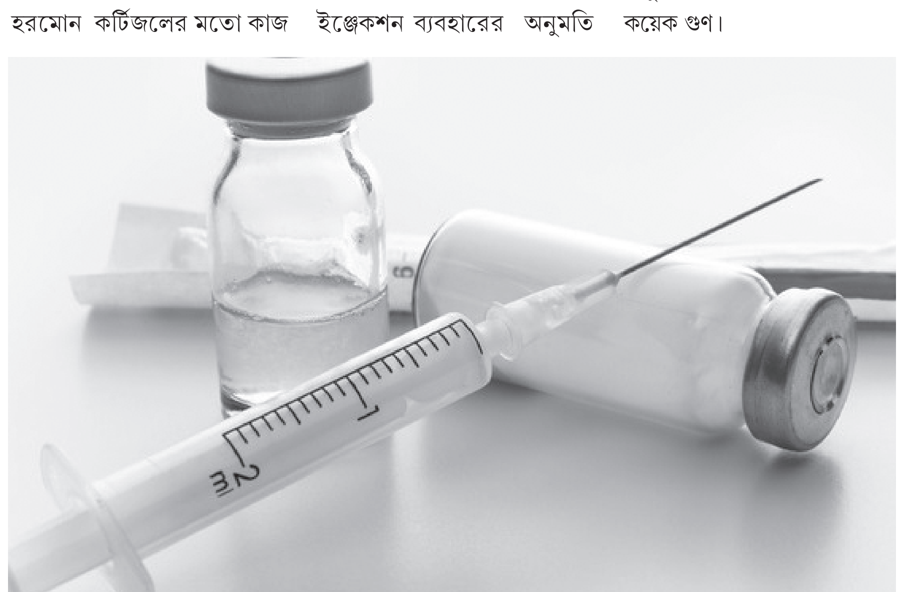

মাঝরাতে বছরের শেষ আংশিক চন্দ্রগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.) : গুরু পূর্ণিমার রাতে গোটা দেশ থেকেই দেখা যাবে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। তিন ঘণ্টা ধরে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার মাঝরাতে ১টা বেজে ৩১ মিনিটে লাগবে গ্রহণ। উল্লেখ্য, এটিই বছরের প্রথম ও শেষ আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। ভোররাত পর্যন্ত সেই গ্রহণ দেখা যাবে ভারতের সর্বত্রই। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ডুবে যাবে বলে আংশিক চন্দ্রগ্রহণের শেষটা দেখতে পাবেন না অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের মানুষ।

নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের মাঝখানে এসে পড়লে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে। এর ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। এদিন আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হবে। চাঁদের ৬৫ শতাংশ পৃথিবীর ছায়ায় ঢেকে যাবে। রাত তিনটে নাগাদ চাঁদের সবচেয়ে বেশি অংশে পৃথিবীর ছায়া পড়বে। ওই সময় চন্দ্রগ্রহণ সবচেয়ে ভালো দেখতে পাওয়ার কথা। এর পরে ২০২১ সালের ২৬ মে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। খালি চোখেই গ্রহণ দেখা গেলেও ভালো ভাবে দেখার জন্য বাইনোকুলার দিয়ে দেখা যেতে পারে।

কার্গিল যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রস্তুত বায়ুসেনা, দাবি ধানোয়ার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : কার্গিল যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি ফের দেখা দিলে পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত ভারতীয় বায়ুসেনা। মঙ্গলবার এমনই দাবি করেছেন বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া। এদিন রাজধানী দিল্লিতে কার্গিল যুদ্ধের ২০ বছর পূর্তি এক অনুষ্ঠানে বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া বলেছেন, অন্যান্য ভাল সামরিক প্রধানের মতোই শেষ যুদ্ধ লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত। কার্গিলের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত আমরা। যে কোনও আবহাওয়া হামলা চালাতে সক্ষম বায়ুসেনা। মেঘলা আকাশ থাকলেও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম আমরা। বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের সময়ও নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানা হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে কার্গিল-দ্রাস সেক্টর পাকিস্তানি সেনা দখল করে নেয়। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফে তুমুল গুলির লড়াই। প্রায় ৫০দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারত। এই যুদ্ধে ভারতীয় বায়ুসেনা উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছিল। মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানি ছাউনিগুলি।

লোকসভায় কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন উত্তম কুমার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : দেশজুড়ে কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ উত্তম কুমার রেড্ডি।

মঙ্গলবার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবি তুলে উত্তম কুমার রেড্ডি বলেছেন, দেশে প্রতি বছর ১২০০০ কৃষক আত্মহত্যা করে। দায় পড়ে প্রতিদিন গড়ে ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বর্তমান সরকারের কৃষি ক্ষেত্রকে কম গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এমন চরক সিদ্ধান্ত নিয়ে বাধ্য হয়েছে কৃষকেরা।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ২০১৮ সালের আর্থিক পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে বিগত চার বছরে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায়নি। এমন সময় দেশের সকল কৃষকদের জন্য ২০২২ মধ্যে আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা পূরণ হবে না। এমনকি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থেকে কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কৃষকেরা। তুলো চাষ করে খরচের

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ে গণিত বিষয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি কাউন্সিলার আটকে ভোটের অভিযোগ বনগাঁ পুরসভায়, ১৪৪ ধারার মধ্যেই দুই দলের সঙ্ঘর্ষে উত্তপ্ত এলাকা

বনগাঁ, ১৬ জুলাই (হি.স.) : ফের অশান্ত রাজ্য। এবার আস্থা ভোট ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বনগাঁ পুরসভা এলাকা। মঙ্গলবার তিনটের সময় আস্থাভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বনগাঁ পুরসভায়। কিন্তু তার আগেই বিজেপি দু'জন কাউন্সিলারকে আটকে দেওয়া হয় বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যার জেরে পুরসভার বাইরের বচসা ক্রমশই রাজনৈতিক সংঘর্ষের চেহারা নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে র‍্যাফ এবং বিরাট পুলিশ বাহিনী। এদিকে বনগাঁ পুরসভা ১০-৯-এ পুনরায় পুরবোর্ড দখলের দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। চেয়ারম্যান থাকছেন শংকর আঢ্য।

বনগাঁ পুরসভায় এ দিন আস্থা ভোট হওয়ার কথা ছিল। আস্থাভোট ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বনগাঁ পুরসভা। মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় আস্থাভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিজেপি দু'জন কাউন্সিলারকে আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এক তৃণমূল কাউন্সিলারকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হওয়া বিজেপির দুই কাউন্সিলার হিমাদ্রী মণ্ডল এবং কার্তিক মণ্ডলের গ্রেফতারির উপর আজই এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এই অবস্থায় আজ তাঁরা আজ পুরসভায় নিজেদের ভোট দিতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন, আস্থা ভোটে অংশ নিতে বিজেপি-র ১১ জন কাউন্সিলর পুরসভায় এলে, ৯ জনকে ঢুকতে দিলেও অভিযুক্ত দু'জনকে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। বিজেপি নেতৃত্বের তরফে হাইকোর্টের কপি দেখানো হলেও পুরসভায় ঢুকতে পারেননি ওই দুই কাউন্সিলররা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। তাঁকেও আটকে দেয় পুলিশ। যার জেরে পুরসভার বাইরে উভয় পক্ষের বচসা ক্রমশই রাজনৈতিক সংঘর্ষের চেহারা নেয়।আস্থা ভোট ঘিরে আগেই ১৪৪ ধারা জারি করেছিল পুলিশ। র্যাফ ছাড়াও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুরসভার সামনে ভিড় করে দু"দলের সমর্থকরা। উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে একাধিবার লাঠিচার্জ করা হয়।

বিজেপি কাউন্সিলরদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁদের পুরসভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ আর তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বাধা দিচ্ছে। পুরসভার বাইরে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রী মণ্ডল বলেন, "আমাদের দু'জনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আজই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করতে পারবে না। এরপরেও আমাদের বেআইনি ভাবে পুরসভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। "

আর তৃণমূলের পাল্টা দাবি, দুই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তাঁদের গ্রেফতার করতে হবে।

এদিকে, দুই দলের সঙ্ঘর্ষের মধ্যেই আস্থা ভোট সম্পন্ন হয় বলে খবর উ ৩টে থেকে শুরু হওয়া আস্থা ভোটে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন এবং কংগ্রেসের ১ জন কাউন্সিলর। পুরসভার ভিতরে ছিলেন বিজেপির ৯ জন কাউন্সিলরও। তৃণমূলের দাবি, ১০-৯ ভোটে জিতে পুরসভা দখলে রাখছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির ৯ জন কাউন্সিলরের অভিযোগ, পুরসভায় ঢুকতে পারলেও ভোটাভুটি কক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

আস্থা ভোটের সময় শেষ হওয়ার পর বনগাঁ পুরসভায় চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য বলেন, "৩টে থেকে আস্থা ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে ৩.২৫ পর্যন্ত বিরোধী সদস্যরা আসেননি। এরপর নিয়ম মতো প্রস্তাব এনেই আমরা জয়ী হয়েছি।" এই বিষয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'আদালতকে আমরা সম্মান করি। আমরা আদালতের নির্দেশ মেনেই কাজ করেছি।'

আস্থা ভোট শেষে চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য পুরসভায় ঢুকতে গেলে "জয় শ্রীরাম স্লোগান" তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এরপরই বিজেপি সমর্থকদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। যার জেরে ফের উত্তপ্ত হয় এলাকা উ দু"পক্ষের ধুন্ধুমার পরিস্থিতির মধ্যেই চলে ভাঙচুর, পড়ল ইট, বোমা উ পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২২ আসনের পুরসভা বনগাঁ। তার মধ্যে ২০টি আসন তৃণমূলের দখলে ছিল।দুটি ছিল অন্যদের দখলে এই অবস্থায় পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলেরই ১১ জন কাউন্সিলর। গত ১৮ জুন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক-সহ পুরসভার ১২ জন তৃণমূল কাউন্সিলর নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে শিবির বদল করেন। ফলে ২২ কাউন্সিলরের ১২ জনই বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের হাতে থাকা বনগাঁ পুরসভাও ভাঙনের মুখে পড়ে। আদালতের নির্দেশে আজ ছিল আস্থা ভোট উ যা তাঁদের পক্ষে গেছে বলেই দাবি তৃণমূলের উ তবে মানতে নারাজ বিজেপি।

ডোংরির বাড়ি ভেঙে বিপত্তি আগেই সতর্ক করেছিল বিএমসি, ১০০ বছরের পুরনো বাড়ি বললেন মুখ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি.স.): প্রায় দু"বছর আগে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিংটিকে বিপজ্জনক হিসাবে "সি-১" শ্রেণীভুক্ত করে খালি করার নোটিশ দিয়েছিল বিএমসি (বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন)। মঙ্গলবার ওই চারতলা বহুতল ভেঙে পড়ার পর প্রকাশ্যে এসেছে বিএমসির সেই নোটিশ। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এদিন জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে যে তথ্য আমি পেয়েছি তাতে ১৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যান্ডেল স্ট্রিটের ওই কেশরবাই বিল্ডিংটি ১০০ বছরের পুরনো। এখন আক্রান্তদের উদ্ধার করাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ঘটনার তদন্ত হবে।'

বিএমসি থেকে এদিন প্রকাশিত ২০১৭ সালের ৭ অগাস্টের নোটিশে বলা হয়েছিল, 'কেশরবাই বিল্ডিংটি "সি ১"-এর শ্রেণীভুক্ত করা হল, তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য এখানে বসবাসকারীদের স্থানান্তর করতে হবে। কোনও দুর্ঘটনার ঘটলে বিএমসি দায়ী থাকবে না।' মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-ও উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কমপক্ষে ৪০ জনেরও বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশংকা প্রশাসনের। উদ্ধারকার্য চলছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে আটজনকে। যাঁদের মধ্যে একটি শিশু এবং একজন মহিলাও রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। কিন্তু, মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী রাধাকৃষ্ণ ভিখে পাটিল দাবি করেছেন, 'দুর্ঘটনায় ৪০ থেকে ৫০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন এবং ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।' ঘটনাস্থলে এসেছেন মুম্বই পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় বারভে এবং জোন ১-এর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) অভিষেক ত্রিমুখে। বিএমসি-র সিপিআরও (চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার) জানিয়েছেন, বিএমসি-র পক্ষ থেকে শহরের ইমামবাড়া মিউনিসিপাল সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলে একটি ত্রাণশিবির খুলে দুর্গতদের জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।-

আকাশপথে অসমের বন্যা দেখলেন জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্রসিং শেখাওয়াত, পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : হেলিকপ্টারে করে আকাশপথে অসমের প্রলংয়করী বন্যার বিভীষিকা সচক্ষে দেখেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সব দেখে পর্যাপ্ত যাবতীয় কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির অবনতির খবর পেয়ে গত ১৩ জুলাই সকালে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন। সেদিন তিনি রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি এবং বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণবিলি নিয়ে সরকারি পদক্ষেপের খবরও নিয়েছেন। পুরো পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাঁর সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপের তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সেদিন দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। এর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের নির্দেশে বন্যা পরিস্থিতি সচক্ষে দেখতে গতকাল সন্ধ্যায় গুয়াহাটি এসেছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

আজ সকালে তিনি উজান অসমের বন্যা কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা আকাশপথে দেখেছেন। এর পর গুয়াহাটি এসে তিনি জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, রাজস্ব ও রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী ভবেশ কলিতা-সহ উপস্থিতি সরকারের শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চস্তরীয় এক বৈঠকে বসেন। রাজ্য সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বৈঠকে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে প্রলয়ংকরী বন্যায় ইতিমধ্যে রাজ্যের ৩০টি জেলা যথাক্রমে ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, ধেমাজি, মাজুলি, লখিমপুর, গোলাঘাট, যোরহাট, শিবসাগর, কামরূপ, কামরূপ মেট্রো, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, মরিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, কারবি আংলং, দরং, ওদালগুড়ি, বাকসা, বরপেটা, নলবাড়ি, বঙাইগাঁও, চিরাং, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ প্রভাবিত হয়েছে। এগুলির মোট ১১৩টি রাজস্ব সার্কলের ৪,১৫৭টি গ্রামের ৪২,৮৬,৪২১ জন বানভাসি হয়েছেন। এছাড়া বন্যার কবলে পড়ে নানাভাবে আজ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ১৫ জন। এভাবে পশুকুলের মধ্যে বড় ১২,৪৪,১৩৫ এবং ছোট ৬,২৯,২০৫ এবং পোলট্রি ১২,৭০,৫৭২টি প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৩৭টি এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৯০টি বসতবাড়ি। এ-ছাড়া ১,৫০, ২১৩.৬০ হেক্টর খেতের জমি প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় বহু সংখ্যক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সে-সব তথ্যও মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতেক দেওয়া হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে নতুন সভাপতি পেল বিজেপি, দায়িত্ব পেলেন স্বতন্ত্র দেব সিং

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশে নতুন সভাপতি পেল ভারতীয় জনতা পার্টিউ উত্তর প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা স্বতন্ত্র দেব সিংউ মঙ্গলবার বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছেউ স্বতন্ত্র দেব সিংয়ের আগে উত্তর প্রদেশে বিজেপির সভাপতি ছিলেন মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডেউ মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপির 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি দু'টি পদে আসীন থাকতে পারেন নাউ তাই স্বতন্ত্র দেব সিংকে উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ ছাড়াও মহারাষ্ট্র ও মুম্বইয়ে বিজেপি সভাপতি বদল করা হয়েছেউ মহারাষ্ট্রে বিজেপির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে চন্দ্রকান্ত পাটিলকেউ এর আগে মহারাষ্ট্রে বিজেপি সভাপতি ছিলেন রাওসাহেব পাটিল, মহারাষ্ট্র বিজেপি সভাপতি পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেওয়ার পরই চন্দ্রকান্ত পাটিলের নাম ঘোষণা করা হয়েছেউ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে মঙ্গল প্রভাত লোধাকে।

বিধাননগর পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তীর কাছে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স): বিধাননগর পুরসভার মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তীর কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় এই নির্দেশ দেন। বিচারপতির নির্দেশ, মেয়র সব্যসাচী দত্তর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার আগে তাঁরা কী মিটিং করেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে। এই মামলার আবার শুনানি আগামীকাল বুধবার দুপুর বারোটায়।

সোমবারের শুনানিতেই সব্যসাচী দত্তর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন, চেয়ারপার্সনকে এই মামলায় যুক্ত করা হোক। সম্মতি দিয়েছিল আদালত। এদিন তাই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বিধাননগর পুরসভার কমিশনার গত ৯ জুলাই আস্থা ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঠিক করেন, ১৮ জুলাই হবে বোর্ড মিটিং। সেখানেই ভোটাভুটি হবে। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ পিটিশন দাখিল করেন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।

পিটিশনে সব্যসাচী দত্তর তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, ২৭ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত কমিশনারের ছুটিতে থাকার কথা। তাহলে কী ভাবে ৯ জুলাই ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল ? সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, বিধাননগর কর্পোরেশন একটি স্বশাসিত সংস্থা। সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূল ভবনে বিধাননগরের কাউন্সিলরদের নিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বৈঠকের প্রসঙ্গটি তোলেন।

ওই আবেদনে বিধাননগরের মেয়র আরও বলেছেন, ২০১৭ সালে রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা এবং মহিষবাথান পঞ্চায়েত যখন যুক্ত হয়। তারপর থেকে ওই এলাকার বেআইনি নির্মাণ সহ একাধিক বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও পুর দফতরকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনও সদুত্তর আসেনি। তাই কি এই পদক্ষেপ ? সব্যসাচী দত্তর বক্তব্য, যে চিঠি কাউন্সিলররা জমা দিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, নিয়মানুযায়ী তার একটি কপি তাঁকেও দেওয়ার কথা। কিন্তু কমিশনার তাঁকে দেননি। তিনি জানেন না কোন কোন কাউন্সিলররা তাতে সই করেছেন। বিচারপতির কাছে মেয়রের আইনজীবীর প্রশ্ন, আইন অনুযায়ী কি এটা তাঁর জানার কথা নয় ? গতকালের শুনানিতে সব্যসাচী দত্তর তরফে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'নোটিশে কমিশনার লিখেছেন, চেয়ারপার্সনের নির্দেশেই তিনি এই নোটিশ দিয়েছেন। তাহলে কেন চেয়ারপার্সনকে এই মামলায় যুক্ত করা হবে না'? একই সঙ্গে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'মেয়র পদ থেকে সব্যসাচী দত্তকে সরাতেই পারেন। কিন্তু তার তো একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকবে। এখানে কোনও প্রক্রিয়া মানা হয়নি। কারা তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন, তাও জানানো হয়নি'।

রাজ্য সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'কারা মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন, তা জানাতে হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই'। চেয়ার পার্সনকে মামলার পার্টি করারও বিরোধিতা করেন এজি। কিশোর দত্ত আরও বলেন, 'মেয়রকে নির্বাচন করেন কাউন্সিলররা। তাঁরাই অনাস্থা এনেছেন। তাঁদেরকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হোক'। তখনই বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'যদি জানা নাই যায়, কারা অনাস্থা এনেছেন, তাহলে আদালত কী ভাবে তাঁদের মামলার সঙ্গে যুক্ত করবে'? নোটিশ অনুযায়ী পরশু দিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই বিধাননগর পুরসভায় আস্থা ভোট হওয়ার কথা।

নিজেদের জেতার হিম্মত নেই তাই অশান্তি পাকাচ্ছে, আস্থা ভোট প্রসঙ্গে বাম-বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবাংলায় জঙ্গল রাজত্ব চলছেউ বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোটের অশান্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনটাই জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা উ বনগাঁ পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলরদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পুরসভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ আর তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বাধা দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রাহুলবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে বলেন, "হাইকোর্টের আদেশও এখানে কার্যকর হয় না উ হাইকোর্টের প্রতিনিধিদেরও ঢুকতে দেয়নিউ এটা ভারতবর্ষের বাইরের কোনও জায়গা কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়উ " তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "তার মানে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল রাজত্ব চলছেউ নিজেদের জেতার হিম্মত নেই উসন্ত্রাসী করা দল উ " তাঁর মত জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি মনে করি আদালতের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত উ আমরা আবার আদালতে যাব ।

শাসক দলের এহেন আচরণকে অনৈতিক বলেই মনে করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবীন দেব উ তাঁর কথায় "গণতন্ত্রকে জবাই করছে তৃণমূল উ এটাই ওদের অভ্যাস উ গত আট বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছে ওরা উ মাঝখানে বড় বড় কথা বলেউ কিন্তু ওদের আসল স্বভাব হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া উ" অভিযোগের সুরে এই বর্ষীয়ান নেতা জানান, "গণতান্ত্রিক রীতি নীতি, আদালতের রায় কোনটাকেই ওরা পাত্তা দেয় না উ ভাবে নিজেরা সব দখলে রাখবে।

" সিপিএমের কাউন্সিলরকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন রবীনবাবুউ

বনগাঁ পুরসভায় মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিজেপি দু'জন কাউন্সিলারকে আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এদিন বিজেপির দুই কাউন্সিলার হিমাদ্রী মণ্ডল এবং কার্তিক মণ্ডলের গ্রেফতারির উপর এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁদের বিরুদ্ধে এক তৃণমূল কাউন্সিলারকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় বিজেপি কর্মীদের। পুরসভার সামনে লাগাতার ইটবৃষ্টি চলে, ভাঙচুর করা হয় দুটি দোকান। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামাতে হয় র‍্যাফ এবং বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও র‍্যাফের সামনেই চলে বোমাবাজি। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। বনগাঁ পুরসভা দখলে রাখার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ, তাদের দুই কাউন্সিলরকে পুরসভায় ঢুকতেই দেয়নি তৃণমূল কর্মীরা। তালা বন্ধ করে নয়জন কাউন্সিলরকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের আরও অভিযোগ, কাউন্সিলরদের আটকে পুরবোর্ড দখল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। বিজেপি কাউন্সিলররা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিশ যদি তাঁদের পুরসভায় ঢুকতে আটকায় এবং শেষ পর্যন্ত আস্থা ভোট আটকায়, তাঁরা ফের আদালতে যাবেন।

সরকার পড়ে যাওয়ার ভয়ে স্পিকার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি, শীর্ষ আদালতে দাবি বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): সরকারের অস্তিত্ব সঙ্কটের ভয়ে ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেননি বিধানসভার স্পিকার কে আর রমেশ কুমার।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টকে এমনই জানালেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস-জেডিএস বিধায়কেরা। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের হয়ে সওয়াল করতে উঠে বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহাতগী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চকে বলেন, ১০ জুলাই আদালতে পিটিশনকারী ১০ জন বিধায়ক নিজেদের ইস্তফা পত্র স্পিকারের কাছে জমা দেয়। কিন্তু, ওই দিন কেবল মাত্র দু"জন বিধায়কদের নামে সদস্যপদ বাতিল করার প্রক্রিয়ার নোটিস জারি হয়। আর্টিকেল ১৯০ এবং সংবিধানের দশম তপশিলে স্পিকারের ভূমিকা একেবারে ভিন্ন। ফলে বাতিলের প্রক্রিয়া কোনও ভাবেই ইস্তফা পত্র গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পরে আরও পাঁচ জন বিধায়ক নিজেদের ইস্তফা পত্র স্পিকারের কাছে জমা দেন। কিন্তু তাদের ইস্তফা পত্র গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন স্পিকার।

অন্যদিকে, স্পিকার জানিয়েছিলেন ইস্তফা পত্রগুলি খতিয়ে দেখার জন্য তাঁর সময় লাগবে। বিধায়কদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে, না কি তারা স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে স্পিকার এই সময় চেয়েছিলেন।

এদিন আদালতে স্পিকারের পক্ষে সওয়াল করতে উঠে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আদালতকে বলেছেন, বাতিল করার পিটিশনের আগে কোনও বৈধ পদত্যাগ পত্র ছিল না। পুরোটাই ভুলে ভরা। আদালতের কাছে সিঙ্ঘভি আবেদন করেন আগের নির্দেশিকা পাল্টে দিয়ে বুধবার পদত্যাগ এবং বাতিলের প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখার সময় দেওয়া হোক স্পিকারের। সিঙ্ঘভি দাবি করেছেন, ১১ জুলাই পর্যন্ত কোনও ইস্তফা পত্র জমা পড়েনি স্পিকারের কাছে।

বিক্ষুব্ধ স্পিকারেরা মুম্বই এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছে চলে যায় কিন্তু স্পিকারের কাছে তারা যায় না। এ বিষয়ে বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট।

ইস্তফার পর বিজেপিতে যোগ দিলেন নীরজ শেখর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.) : সমাজবাদী পার্টি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর মঙ্গলবার বিকেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের পুত্র নীরজ শেখর। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এদিন সকালেই সমাজবাদী পার্টি থেকে রাজ্যসভার সাংসদ নীরজ শেখরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নীরজ শেখরের কাজ এবং আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন বলে এদিন জানান নাইডু। এরপর, বিকেলে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন নীরজ।

বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা নয়, দলত্যাগের পর মঙ্গলবারই বিজেপিতে যোগ দিলেন নীরজ শেখর। এদিন শুধু সমাজবাদী পার্টি (সপা) নয়, রাজ্যসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, নীরজ শেখর (৫০) ইতিপূর্বে সপা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন। রাজ্যসভায় তাঁর মেয়াদ আগামী বছরের নভেম্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর-কে নিয়ে লেখা একটি বইও প্রকাশ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা সমাজতান্ত্রিক নেতা চন্দ্র শেখরের ছেলে নীরজ শেখর সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। আনুষ্ঠানিক যোগদানের পর বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন তিনি।

নীরজ শেখরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.): রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টির সাংসদ নীরজ শেখরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নীরজ শেখরের কাজ এবং আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন বলে এদিন জানান নাইডু। এদিনের সভার শুরুতেই চেয়ারম্যান জানান, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের পুত্রের কাছ থেকে ১৫ জুলাই একটি ইস্তফাপত্র পেয়েছেন তিনি। এরপর তাঁর সঙ্গে কথা বলে এদিন রাজ্যসভায় নীরজের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন চেয়ারম্যান। ইস্তফা দেওয়ার পর এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে পার্লামেন্ট চত্বরে দেখা যায় সপা নেতা নীরজ শেখরকে।

উল্লেখ্য, নীরজ শেখর (৫০) ইতিপূর্বে সমাজবাদী পার্টি (সপা) থেকে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। শুধু সপা নয়, রাজ্যসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন। বুধবার দলের সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করার কথা সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের। সূত্রের খবর, ওই দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা নীরজ শেখরের। রাজ্যসভায় তাঁর মেয়াদ আগামী বছরের নভেম্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর-কে নিয়ে লেখা একটি বইও প্রকাশ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা সমাজতান্ত্রিক নেতা চন্দ্র শেখরের ছেলে নীরজ শেখর সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন।

৫ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে খতম ৯৬৩ জঙ্গি, লোকসভায় জানালেন জি কিষাণ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : বিগত পাঁচ বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৯৬৩ জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

এদিন লোকসভা কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে জানতে চান যে সকল নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান শহিদ হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এর উত্তরে জি কিষাণ রেড্ডি বলেন, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী সম্মিলীত প্রচেষ্টায় ৯৬৩ জন জঙ্গিদের খতম করা হয়েছে। জঙ্গি দমন অভিযান চলার সময় ৪১৩ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান শহিদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে কোনও ভাবেই রেয়াত করবে না কেন্দ্রীয় সরকার তা উল্লেখ করে জি কিষাণ রেড্ডি বলেন, জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জঙ্গি দমনে কঠোর মনোভাব নিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। পাশাপাশি শহিদ জওয়ানদের আর্থিক সাহায্য করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তারা শহিদ জওয়ানদের পরিবারবর্গদের আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি দেখছে।

আমতার চন্দ্রপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের

হাওড়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : হাওড়ার আমতার চন্দ্রপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থানীয় যুবক জামিরুল হক (২১)। এই সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরেই উত্তেজিত জনতা ওই লরিটিকে আটকে আগুন ধরিয়ে দেয়। মৃত যুবকের দেহ নিয়ে পথ অবরোধ শুরু হয়। ফলে যান চলাচল পুরোপুরি থমকে যায় আমতা-রানিহাটি রোডে। রাস্তার উপর থাকা দোকানগুলিও জনতা হুমকি দিয়ে বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশকেও এলাকায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। ঢুকতে দেওয়া হয়নি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও।

স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, যান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদাসীন পুলিশ। তাই দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে এই রাস্তায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে পুলিশের দেওয়া যান নিয়ন্ত্রণের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

জরুরী পরিষেবা

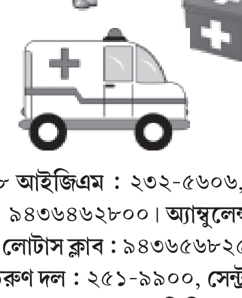

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্বনাথে অস্ত্রশস্ত্র-সহ আরও দুই চোরাশিকারি গ্রেফতার

বিশ্বনাথ (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : মধ্য অসমের বিশ্বনাথে বহু পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র-সহ আরও দুই চোরাশিকারিকে আটক করা হয়েছে। বিশ্বনাথ জেলা এবং কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত বিশ্বনাথ অনুসন্ধান ফরেস্ট ডিভিশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকায় এখনও চোরাশিকারির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে ধৃত এক চোরাশিকারির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হানা দিয়ে এই দুজনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া বন্যার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গণ্ডার হত্যার জন্য কতিপয় চোরাশিকারি বিশ্বনাথের বিভিন্ন গোপন ডেরায় আত্মগোপন করেছে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালন হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ডিএফও রোহিণী শইকিয়া মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে জানান, বিশ্বনাথ অনুসন্ধান ফরেস্ট ডিভিশন এবং সতিয়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে বিশ্বনাথের কুমলিয়া এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই চোরাশিকারিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জনৈক কাশেম আলি এবং ইয়াকুব আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

তাদের হেফাজত থেকে একটি থ্রি নট থ্রি (৩০৩) রাইফেল, ১৬ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, একটি সাইলেন্সার, একটি রবার বোট, একটি পাম্প সেট এবং ৫০ হাজারের বেশি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, জানান ডিএফও শইকিয়া।

উল্লেখ্য, তিনদিন আগে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ডিএফও রোহিণী শইকিয়ার নেতৃত্বে বনকর্মীর এক দল গুয়াহাটির হাতিগাঁও থেকে তাইখো জিমোমি নামের এক কুখ্যাত নাগা চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করেছিল। তাইখোর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এই দুই চোরাশিকারি কাশেম আলি এবং ইয়াকুব আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবা নদী বাঁধে ভাঙন

বালুরঘাট, ১৬ জুলাই (হি.স): গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবা নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দেওয়ায় ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়েছে নিচু এলাকা। পুনর্ভবা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও দেখা মেলেনি কোনও প্রশাসনিক আধিকারিকের।

টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জল বেড়েছে পুনর্ভবা নদীতে। বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় বালির বস্তা দিয়ে তা আটকানোরও চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। কিন্তু, গতরাত ৩ টে ৩০ মিনিট নাগাদ ভেঙে যায় ফাটকাপাড়া বাঁধ। জলমগ্ন হয়ে পড়ে জয়পুর, নন্দনপুর, বজ্রাপুকুর এলাকা। গঙ্গারামপুরের বিডিও বিশ্বজিৎ ধাং বলেন, 'বাঁধ ভেঙে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় স্কুলগুলিতে ক্যাম্প চালু করা হবে। সেচ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে'।

টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে বালুরঘাটের আত্রেয়ী কলোনি জনজীবন বিপর্যস্ত। জল বাড়ছে পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদীতে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ বিঘা চাষের জমি তলিয়ে গেছে নদীর গর্ভে। গত এক সপ্তাহ ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে দার্জিলিং, ভুটান ও সিকিমে। জলস্তর ক্রমেই বাড়ছে তিস্তা ও অন্যান্য নদীতে। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। পাহাড়ে টানা বৃষ্টির জেরে ফুঁসছে আত্রেয়ী নদীও। গতকাল থেকেই আত্রেয়ী কলোনিতে জল ঢুকতে শুরু করে। আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রক্ষা করার সময় পাননি অনেকেই। জলমগ্ন প্রায় ৫০ টি বাড়ি। অনেকেই উঠে এসেছেন বড় রাস্তায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগেও দেখা মেলেনি প্রশাসনের কোনও আধিকারিকের। এলাকার নিচু জায়গাগুলি আগে থেকে উঁচু করার ব্যবস্থা করলে হয়ত তাঁদের আজ এই দুর্ভোগে পড়তে হত না। বালুরঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। গতরাতেই কয়েকটি পরিবারকে শহরের সাহেব কাছারির উৎসব ভবনে রাখা হয়েছে। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সড়ক পরিকাঠামো ক্ষেত্র দেশের কর্মসংস্থানে সহায়তা করেছে : গড়কবি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : সড়ক পরিকাঠামো ক্ষেত্র দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করেছে। মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন নীতিন গড়করি।

এদিন প্রশ্নের উত্তরে নীতিন গড়করি বলেছেন, বিগত পাঁচ বছরে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ রেকর্ড পরিমাণ হয়েছে। সড়ক নির্মাণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করেছে মোদী সরকার। যে লক্ষ্যমাত্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে রেখেছিল তা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সড়ক পরিবহন মন্ত্রক উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে জানিয়েছেন নীতিন গড়করি।

মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ হয়ে যাওয়ার জন্য এদিন হইহট্টগোল জুড়ে দেয় কংগ্রেস নেতারা। এরপরেই ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান কংগ্রেস সাংসদরা। পরে যদিও তারা অধিবেশণ কক্ষে ঢুকে আলোচনায় যোগ দেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও সোমবার লোকসভা পেশ করা হয় মোটর ভিহিক্যাল সংশোধনী বিল ২০১৯।

১৯৮৮ সালের মোটর ভিহিক্যাল আইনকে সংশোধন করা হয়েছে এই বিলে। সংশ্লিষ্ট বিলে পথ নিরাপত্তা, নাগরিক পরিষেবাকে উন্নত করা, জন পরিবহণকে শক্তিশালি করতে স্বয়ংক্রিয় এবং ডিজিটাইজেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিল পাশ হলে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হবে বলে দাবি তুলেছিল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। এদিন বিরোধী সাংসদদের আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, এই বিল কোনও ভাবে রাজ্যের ক্ষমতাকে খর্ব করছে না। সংশোধিত আইন কার্যকর করতে কোনও ভাবেই রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করা হবে না।

গঠনমূলক বিরোধী হিসাবে আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করব : ডেরেক ও''ব্রায়েন

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): সংসদে বিভিন্ন বিলের বিশ্লেষণ নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন। দিল্লিতে মঙ্গলবার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন বলেন, সংসদে বিভিন্ন বিলের বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। বর্তমানে সংসদে বিলের বিশ্লেষণ হয়েছে শূন্য শতাংশ। কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে এদিন তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, '২০০৪ থেকে ২০০৯ সালে ১৪ তম লোকসভায় অন্ততপক্ষে ৬০ শতাংশ বিল বিশ্লেষণ এবং সেগুলি নিয়ে চর্চা করা হত। পঞ্চদশ লোকসভায় বিল নিয়ে বিশ্লেষণ এবং চর্চার পরিমাণ ছিল ৭১ শতাংশ। কিন্তু, ১৬ তম লোকসভায় ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে মাত্র ২৬ শতাংশ বিল নিয়ে চর্চা হয়েছে। আর এবারের সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশনের প্রথম দুই সপ্তাহে কিছুই বিশ্লেষণ বা আলোচনা হয়নি। শূন্য শতাংশ বিল বিশ্লেষণ হয়েছে।'

এরপর তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন বলেন, 'প্রতিটি বিলের বিশ্লেষণ হওয়া উচিত সংসদে। যদি তা না হয় তবে আমরা পার্লামেন্টে কি করতে আসি? গঠনমূলক বিরোধী হিসাবে আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করব।

জয়প্রকাশ

তিনের পাতার পর

পুরসভার আস্থাভোট নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর টানটান উত্তেজনা ছিল গোটা এলাকায়। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি কাউন্সিলররা সময়মতো হাজির হতে না পারায় ভোটাভুটিতে জয়লাভ করেছে তারা। পাল্টা বিজেপির দাবি, ১১ জন কাউন্সিলরের স্বাক্ষরসহ প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে একজিকিউটিভ আধিকারিকের কাছে। ফলে পুরসভার দখল করেছে বিজেপি।

ঢকুয়াখনার বন্যার্তরা পাচ্ছেন না পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, অভিযোগ

ঢকুয়াখনা (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : লখিমপুর জেলার অন্তর্গত ঢকুয়াখনার বিভিন্ন প্রান্তে বন্যার তাণ্ডব অব্যাহত। ইতিমধ্যে বন্যাপীড়িতরা অভিযোগ তুলেছেন, পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে পাচ্ছেন না তাঁরা।

গত এক সপ্তাহের বেশি, ব্রহ্মপুত্রের স্ফীত জলের কবলে পড়ে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে জেলার ঢকুয়াখনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। গোটা জেলার সাতটি রাজস্ব সার্কল ইতিমধ্যে জলমগ্ন। এর মধ্যে পূর্ব ঢকুয়াখনা পঞ্চায়েতের টুড়িবাড়ি, যোগীসুতি, কপসান, বান্দেনা, গরৈমারি, লাইপুলিয়া, ঠেকেরাগুড়ি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক-শো পরিবারের প্রায় ১,৪৬৪ জন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গৃহপালিত গবাদি পশু নিয়ে নানাস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। এক ঢকুয়াখনার ২৫২ বিঘা খেতের জমি বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বন্যার্তরা জানিয়েছেন, মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে দুদিনের জন্য কিছু চাল, ডাল, লবণ দিয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েচে। এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণের শিশুখাদ্য এবং পশুখাদ্য দেওয়া হয়নি। তবে পূর্ব ঢকুয়াখনা পঞ্চায়েত সভাপতি অনজিৎ পেগু তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে বানভাসিদের মধ্যে সাধ্যানুসারে শিশুখাদ্য, বোতলবন্দি পরিস্রুত পানীয় জলের কার্টুন, ডিটারজেন্ট, সাবান, বিস্কুট, চিনি, চা পাতা ইত্যাদি দ্রব্য বিতরণ করেছেন। অনজিতের এ-হেন কার্যে তাঁর পঞ্চায়েত এলাকার ভুক্তভোগীরা সন্তোষ ব্যক্ত করার পাশাপাশি ঢকুয়াখনা মহকুমা প্রশাসনকে তৎক্ষণাৎ বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসাহায্য প্রদান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ নেপালে মৃত্যু বেড়ে ৭৮, নিখোঁজ কমপক্ষে ৩২ জন

কাঠমাণ্ডু, ১৬ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে নেপালের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মঙ্গবার পর্যন্ত নেপালে বন্যা ও ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের। গত কয়েকদিন মুষলধারে বৃষ্টির জেরে হরপা বান এবং ধস কবলিত নেপালে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আহতের সংখ্যা ৩৪ ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ ৩২-এরও বেশি। প্রশাসন সূত্রের খবর, বন্যা কবলিত ৩১টি জেলা থেকে কমপক্ষে ৩,৩৬৬ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দিন-রাত এক করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টি চলছে নেপালে। তার মধ্যে ২৫টি জেলার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু বাড়ি। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট এবং বেশ কয়েকটি ব্রিজ। বিভিন্ন এলাকায় ডুবে গিয়েছে ঘরবাড়ি। মঙ্গলবার নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুষলধারে বৃষ্টির জেরে বন্যা এবং ধস কবলিত নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৮। আহতের সংখ্যা ৪০। নিখোঁজ ৩২-এরও বেশি মানুষ। এছাড়াও বন্যা কবলিত ৩১টি জেলা থেকে কমপক্ষে ৩,৩৬৬ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণে নদীগুলি ফুলেফেঁপে উঠেছে।

ক্ষোভ বিরোধীদের

আটের পাতার পর

বিধায়করাউ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেত্রী রাবড়ি দেবী-সহ অন্যান্যরা।

চলছে উদ্ধারকাজ

আটের পাতার পর

যাঁদের মধ্যে ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকেরা।

মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-ও উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কমপক্ষে ৪০ জনেরও বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশংকা প্রশাসনের। উদ্ধারকার্য চলছে। কিন্তু, বারবার এভাবে বিল্ডিং বা প্রাচীর ভেঙে পড়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে বিএমসি। বিএমসি-র সিপিআরও (চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার) জানিয়েছেন, বিএমসি-র পক্ষ থেকে শহরের ইমামবাড়া মিউনিসিপাল সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলে একটি ত্রাণশিবির খুলে দুর্গতদের জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

শিবিরে ২৭ পরিবারের ১০৬ জন, গোমতি জেলার উদয়পুরে তিনটি ত্রাণ শিবিরে ১৮৭ জন এবং সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ে ১-টি ত্রাণ শিবিরে ৭ পরিবারের ৩১ জন আশ্রয় নিয়ে আছেন।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত আগামীকাল ওই ত্রাণ শিবিরগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ, আবহাওয়া এখন অনুকূলে রয়েছে। তাছাড়া ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

অবস্থা

● **প্রথম পাতার পর**

যেকেন সময় বড় ধরনের কোনও দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন যাত্রী সাধারণ থেকে শুরু করে যান চালকরা। এদিকে, রাস্তা সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে সন্তুষ্ট নন জনগণ। অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে কাজ। তাছাড়ার কাজের মান নিয়েও উঠেছে হাজারো প্রশ্ন।

পক্ষের স্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নম্বর ১০৬/১৯ । মামলা হাতে নিয়েই স্মৃতি সরকারকে গ্রেপ্তার করে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কোর্টে পাঠায় মঙ্গলবার। আদালত তাকে চৌদ্দ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায়। পুলিশকে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা জানায় আদালত। খুব শীঘ্রই ঘটনায় জড়িত থাকা অপরাধীদের জালে তুলতে সক্ষম হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ । সুশান্তের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সহায়ক

● **প্রথম পাতার পর**

কৃষকরা আরো জানান এখন বর্ষাকাল চলছে যদি এখন আমরা ধান জমা দিতে না পারি তাহলে বৃষ্টি চলে আসলে কৃষকদেরকেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই অবস্থায় দপ্তর থেকে জানানো হয় মঙ্গলবারই ধান জমা দেওয়া শেষ দিন ধান জমা দিতে আসা সমস্ত কৃষকরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করেন। এবং ওই পথ অবরোধের ফলে দুর্ভোগে পড়ে বিভিন্ন মন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাত্রীরাই। কৃষকরা আরো অভিযোগ করেন। বর্তমান সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই কতিপয় আধিকারিকরা কৃষকদেরকে হয়রানি করছে। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কৃষকদের সাহায্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

উত্তম কুমার

মাত্র চার ভাগের এক ভাগ তুলতে পেরেছে কৃষকেরা। কৃষকদের সমস্যা দূর করতে না পেরে শুধু ভাষণ দিয়ে চলেছে প্রশাসন।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পকে কটাক্ষ করে উত্তম কুমার রেড্ডি বলেছেন, এই প্রকল্প কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে অক্ষম।

৫৫ জন পড়ুয়া

আটের পাতার পর

কয়েকজনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং বাকিদের বলরামপুরের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, আচমকা পড়ুয়াদের আর্তনাদ শুনে তাঁরা ছুটে গিয়ে দেখেন ভয়ে তারা এদিক ওদিক ছুটছে। কিন্তু পা খালি থাকায় তারা ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে যায় ছাত্ররা। জেলা শাসক কৃ করুণেশ জানিয়েছেন, বিদ্যুত দফতরের যে কর্মীদের গাফিলতির জন্যে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। আহত স্কুলছাত্রদের জন্য সবরকমের চিকিতা পরিষেবা দেওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ইয়াবা

● **প্রথম পাতার পর**

ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি প্যাকেট থেকে মোট আট হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার বেশি হবে বলে মনে করছেন পুলিশ সুপার চক্রবর্তী।

ওসি সৌগত চাকমা জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে পানিসাগর থানায় নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর উপযুক্ত ধারায় ৪৪/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজই ধৃতদের ধর্মনগরে বিচারবিভাগীয় আদালতে তুলে তিন দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ধৃত আতাউর রহমান বর্তমানে শিলচরের বাসিন্দা হলেও আগে তার বাড়ি ছিল উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর থানা এলাকার বিলথৈ গ্রামে। সে দীর্ঘদিন ধরে নেশা পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে ওসি জানিয়েছেন।

কলকাতায়

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকার। শানুর বাড়ি বিহার। শুভম ও শানুর বাইকে রিয়া ও তোরা উঠেছিল। নিউ টাউন এলাকার ইউনি কেইক-এর দোকানে তোরা দাস টিফিন করে। রিয়া শুভমের বাইকে ছিলো। শুভম প্রচন্ড গতিতে বাইক চালাচ্ছিলো। নিউ টাউন এলাকায় নতুন ফ্ল্যাট তৈরীর জন্য রাস্তায় স্পিড ব্রেকারে সজোরে ব্রেক কষলে শুভমের বাইক থেকে রিয়া ছিটকে পরে যায় ও গুরুতর আহত হয়। আহত অবস্থায় তিন চারটে বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে ফেরৎ দেওয়ায় অবস্থা আরো খারাপ হয়, পরবর্তীতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে রিয়া।

এখানে উল্লেখ থাকে যে রিয়ার বাবা রাজীব সেন মেয়ে রিয়াকে কলকাতাস্থিত টেকনো ইন্ডিয়াতে ভর্তি করাবেন বলে ভাড়া বাড়িতে রিয়াকে নিয়ে গত চার দিনে অনেক আসবাবপত্র কিনেছেন। আজ মঙ্গলবার রিয়ার ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের আত্মীয় স্বজন রিয়ার মৃত্যুর খবর শুনেই কলকাতার বেলেঘাটায় ছুটে গিয়ে মৃতদেহ আনার প্রস্তুতি নিলেও নিউ টাউন থানা, লাল বাজার থানা ও বেলেঘাটা থানার ত্রয়ী জটিলতার কারণে রিয়ার ময়নাতদন্ত আজ হয়নি। আগামীকাল ময়নাতদন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির পূর্ব পাড়ের বাসিন্দা রিয়া সেনগুপ্ত। পিতা রাজীব সেনগুপ্ত । মঙ্গলবার কলকাতা সল্টলেক বাইপাসে বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান বলে খবর আসে পরিবারের লোকজনের নিকট। রিয়ার মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে আজ সকালে উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। উদয়পুর থানা কর্ণারে কনফেকশনারির নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে রিয়া মেধাবী ছাত্রী ছিল। সল্টলেকের রাস্তায় স্পিড ব্রেকারে গতি নিয়ন্ত্রনে সজোরে ব্রেক কষতে গিয়েই নাকি এ বিপত্তি ঘটে। তবে রাজ্যের বাইরে হওয়ায় রিয়ার তাৎখনিক চিকিৎসায় জটিলতা দেখা দেয় এবং বিলম্ব হয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা গেলে রিয়াকে হয়তো বাঁচানো যেত এমনটাই অভিযোগ মৃতার পরিবারের। রিয়ার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আগামীকালও রিয়ার মৃতদেহ কফিন বন্দি হয়ে আনা যাবে কিনা আত্মীয় স্বজনরা সন্দেহ করেছেন। কারণ নিউ টাউন থানা, লাল বাজার থানা ও বেলেঘাটা থানার ত্রয়ী আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর**

প্রাত্যহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক অগ্রগতিতে এর গুরুত্ব অপরিহার্য। তাঁর কথায়, বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়নে যে গবেষণা কাজ করা হয় তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণিত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গণিতের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই গত দুই শতকে মানবজীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ-সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি ব্যবহারিক প্রয়োগ করা উচিত। এই সম্মেলন থেকে রাজ্যের ছাত্রছাত্রী-সহ যাঁরা বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন জাপানের ইনস্টিটিউট অব রিপ্রডিউসিং কেনেলস-এর প্রফেসার সবুরৌয় সাইথো এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসার ভিএল ধারুরকর। মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার এমডি জাহাগিরদারও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে জাপান থেকে ২ জন, নেপাল থেকে ১ জন এবং বাংলাদেশের ৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকেও প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসার অঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেছেন প্রফেসার এমকে সিং।

পর্যান্ত পরিমাণে

● **প্রথম পাতার পর**

অসমে ২০১৪ সালে ৫৯ জন এবং ২০১৫ সালে ১৩৮ জন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। তেমনি ত্রিপুরায় ২০১৪ সালে ৩২ জন এবং ২০১৫ সালে ৪৯ জন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। প্রায় একই অবস্থা সিকিমেরও। সেখানে ২০১৪ সালে ৩৫ জন এবং ২০১৫ সালে ১৮ জন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি জানান, প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পূর্বোত্তরের অন্যান্য রাজ্যে এই প্রবণতা অনেক কম। তাঁর কথায়, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে অরুণাচল প্রদেশে ১৩ জন, মিজোরামে ৬ জন, মেঘালয়ে ৫ জন এবং মণিপুরে ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। নাগাল্যান্ডে একজনও আত্মহত্যা করেননি। ফলে এ-কথা স্পষ্ট, পূর্বোত্তরে অসম, ত্রিপুরা এবং সিকিমে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা বেশি ঘটেছে।

কৃষি বিজ্ঞানিদের মতে, আত্মহত্যার পেছনে শুধু ফসল বিক্রিতে ভাটা দায়ী হতে পারে না। কারণ, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক কারণেই কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা আইসিএআর-এর জনৈক আধিকারিকের কথায়, প্রচুর কৃষক পারিবারিক কারণে আহত্মহত্যা করে থাকেন। তাঁর দাবি, অনেক ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা টানতে ব্যর্থ হয়েও আত্মহত্যা করেছেন তাঁরা। কিন্তু, এর সমাধান কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাঁর মতে, আত্মহত্যা একধরনেরর মানসিক ব্যাধি। ফলে, পরিস্থিতির চাপ সহ্য করতে না পেরেই মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। তাছাড়া, গরিবি-রেখার নীচে যারা বসবাস করেন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। ফলে, বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজ তাঁরা রপ্ত করে উঠতে পারেন না। তবে, মানুষের জীবনশৈলীও আত্মহত্যার অন্যতম কারণ, দাবি করেন তিনি। ফলে, শুধু সরকারি সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলেই তাঁরা নানাভাবে উপকৃত হবেন। সাথে আত্মহত্যার প্রবণতাও কমবে, মনে করেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয় দেখিয়ে দিল যে ব্রেক্সিট-এর মতো সংকীর্ণতা নয় বহুত্ববাদেই জাতির সাফল্য আসে

রবিবার, ১৪ জুলাই, লর্ডসে রোমহর্ষক ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড। যদিও তাদের জয় নিয়ে সন্দিহান অনেকেই, তবুও ইতিহাসের পাতায় ক্রিকেট বিশ্বকাপের নবতম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইংল্যান্ডের নামই নথিভুক্ত থাকবে। আর সেই সঙ্গে আরও একটি শিক্ষাও তোলা থাকবে রাজনীতিবিদদের জন্যে, তা হল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষণের জারণে তাঁরা যে 'ব্রেক্সিট, ব্রেক্সিট' বলে ধুয়ো তুলছেন তা আসলে ফাঁপা বুলি। প্রকৃত জীবনে, বহুত্ববাদের মধ্যে দিয়েই একটি জাতির উত্থান সম্ভব।লোক-হাসানো মন্তব্য ব্রেক্সিট সমর্থক জেকব রিস-মগেরএই শিক্ষাটি দরকার ছিল ব্রেক্সিট-এর অন্যতম বড় সমর্থক জেকব রিস-মগ-এর। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জেতার পরে ৫০-বছর বয়সী এক কনসার্ভেটিভ পার্টির সদস্য একটি বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেন: 'বিশ্বকাপ জয় দেখিয়ে দিল যে জেতার জন্যে ইংল্যান্ডের বাকি ইউরোপকে দরকার নেই।' অতি অন্তঃসারশূন্য একটি মন্তব্য। আর পাঁচটি লোককে ভুল বোঝানো রাজনীতিবিদের মতোই রিস-মগ এই উক্তিটি করেন, বিশ্বকাপ জয়কে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয়তাবাদী সুড়সুড়ি দিয়ে ব্রেক্সিট-এর পক্ষে হওয়ার মুখ ঘোরাতে।বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড দলে একাধিক খেলোয়াড়ের জন্ম অন্য দেশেকিন্তু রিস-মগের দিকে উড়ে আসে দেদার সমালোচনা কারণ এবারের শিরোপা জয়ী ইংল্যান্ড দলের অনেক সদস্যই হয় অ-ইংরেজ অথবা অন্য দেশের বংশোদ্ভূত। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আয়ন মর্গ্যান জন্মসূত্রে আয়ারল্যান্ডের মানুষ। যেই বেন স্টোকস ইংল্যান্ডকে জেতাতে এক বড় ভূমিকা নিলেন ফাইনালে, তাঁর জন্ম নিউজিল্যান্ডে। জোফরা আর্চার নামক প্রতিভাবান পেস বোলার, যাঁকে এবারের বিশ্বকাপে খেলাতে ইংল্যান্ড মরিয়া ছিল এবং নাগরিকত্ব নীতিতেও বদল আনে তাঁকে খেলানোর জন্য, তিনি আদতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোক। এছাড়াও জেসন রায় এবং টম কুরানের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। এমনকি, ইং;ল্যান্ড দলের দুই মুসলমান খেলোয়াড় আদিল রশিদ এবং মঈন আলির জন্ম ইংল্যান্ডে হলেও তাঁদের পূর্বপুরুষরা পাকিস্তানি অভিবাসী।খেলার মাঠে সাফল্যের পরেও রাজনীতিবিদদের লজ্জাকর অবস্থানযেখানে ইংল্যান্ড দলের মধ্যে বহুত্ববাদের সাফল্যের উদাহরণ জ্বলজ্বল করছে, সেখানে রিস-মগের ঐরকম জাতীয়তাবাদীকেন্দ্রিক বক্তব্যটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আজকের ব্রিটেনে রাজনীতিবিদরা কতটা নেতির দ্বারা প্রভাবিত। বহুত্ববাদের অবদানেই ব্রিটেন বা আমেরিকার মতো দেশগুলি আজকে সারা দুনিয়ার কাছে সমাদৃত কিন্তু বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তেমনই ব্রিটেনে ব্রেক্সিট আন্দোলনের উত্থানে বোঝা যায় যে জাতীয়তাবাদী অজগর আজ কতটা গভীরে গিলেছে এই স্বনামধন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকেও। ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের পরে ব্রেক্সিটের সমর্থকদের চিন্তাভাবনা না বদলালেও ব্রেক্সিট-বিরোধীদের তূণীরে অন্তত বহুত্ববাদের পক্ষে একটি যুক্তির সংযোজন হতেই পারে।

আইসিসির "অদ্ভুত" নিয়মকে খোঁচা বিগ বি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন : ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল ১০০ ওভার শেষে টাই। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে সুপার ওভারে ইংল্যান্ড তোলে ১৫ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউ জিল্যান্ডও তোলে ১৫ রান। কিন্তু ম্যাচ জিতে নিল ইংল্যান্ড। সঙ্গে বিশ্বকাপও। কারণ, আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও মীমাংসা না হলে যে দল দল সেই ম্যাচে বেশি সংখ্যক বাউন্ডারি মেরেছে তাদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। আইসিসি-র এমন নিয়ম মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। আইসিসি-র এই অদ্ভুত নিয়ম নিয়ে সরব হয়েছেন যুবরাজ সিং, রোহিত শর্মা থেকে গৌতম গম্ভীররা। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-কে এবার খোঁচা দিতে ছাড়লেন না বিগ বি অমিতাভ বচ্চন।তিনি টুইট করে লেখেন, 'আপনার কাছে ২০০০ টাকা আছে। আমার কাছেও ২০০০ টাকা আছে। আপনার কাছে ২০০০ টাকার একটি নোট রয়েছে। আর আমার কাছে ৫০০ টাকার চারটি নোট আছে। তাহলে কে বেশি ধনী? জ্জঙ্খঙ্খ র নিয়ম অনুযায়ী, যার কাছে ৫০০ টাকার চারটে নোট আছে সেই ধনী।'অমিতাভ বচ্চনের মতোই আইসিসি-র এই নিয়ম নিয়ে সরব হয়েছেন আর এক বলিউডি অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। তাঁর মতে, ধোনির গ্লাভস পরিবর্তন করার বদলে, আইসিসি-র উচিতছিল সুপার ওভারের নিয়ম বদল করা।

সচিনের বিশ্বকাপ একাদশে বিরাট, নেই ধোনি

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইসিসি-র বিশ্বকাপ একাদশে জায়গা না পেলেও সচিন তেন্ডুলকরের বিশ্বকাপ একাদশে জায়গা পেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিশ্বকাপ শেষে সোমবারই সেরা একাদশ বাছাই করে নিয়েছে আইসিসি। সেই দলে জায়গা হয়নি বিরাটের। তবে সচিনের দলে অবশ্য চার নম্বরে থাকছেন কিং কোহলি। মাস্টার ব্লাস্টারের দলে অবশ্য জায়গা হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনির। আইসিসি-র বিশ্বকাপ একাদশেও জায়গা হয়নি মাহির।সচিনের বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন পাঁচ ভারতীয়। ওপেনার হিসেবে রয়েছেন, ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান করা রোহিত শর্মা আর ইংল্যান্ডের ওপেনার জনি বেয়ারস্টো। উইকেটকিপিংয়ের ভূমিকাতেও বেয়ারস্টোকে রেখেছেন মাস্টার ব্লাস্টার। তিন নম্বরের জন্য সচিন বেছে নিয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার কেন উইলিয়ামসন। কিউই অধিনায়কই দলের অধিনায়কত্ব সামলাবেন। চার নম্বরে বিরাট কোহলি।অলরাউন্ডার হিসেবে সচিনের বিশ্বকাপ একাদশে জায়গা পেয়েছেন ফাইনালে দুরন্ত ব্যাট করা ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস, বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও হার্দিক পাণ্ডিয়া। বিশ্বকাপে মাত্র দুটো ম্যাচ খেললেও সচিনের দলে জায়গা পেয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। তিন বোলার হিসেবে মাস্টারের একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক, ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার এবং ভারতের জশপ্রীত বুমরাহ।

শুক্রবার ক্যারিবিয়ান সফরের দল নির্বাচন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য ১৯ জুলাই, শুক্রবার দল নির্বাচনে বসছে বোর্ডের নির্বাচক কমিটি। ৩ অগাস্ট থেকে শুরু ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ক্যারিবিয়ান সফরে ৩টি টি-টোয়েন্টি এবং ৩টি একদিনের ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল। তারপর ২২ অগাস্ট থেকে শুরু টেস্ট সিরিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। এই সফরে ২টি টেস্ট খেলবে ভারত।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি এবং একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং পেসার জশপ্রীত বুমরাহকে। টেস্ট সিরিজে ফিরতে পারেন দুজনে। তবে ক্যারিবিয়ান সফরে ধোনির ভবিষ্যতনিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারের পরই ধোনির অবসর জল্পনা তৈরি হয়। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও ধোনি খেলা চালিয়ে যাবেন নাকি ছেড়ে দেবেন তা এখনও খোলসা করেননি এমএসডি। এই বিষয়টি ধোনির ওপরই ছাড়তে চাইছে বোর্ডও।বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ক্যারিবিয়ান সফরে তারুণ্যে জোর দিতে চাইছে বোর্ড। এমনই দল বাছাই করতে পারে নির্বাচক কমিটি। সেক্ষেত্রে হয়তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে বিসিসিআইকে।

চ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন "কিং কোহলি'র, কী বললেন তিনি?

রবিবাসরীয় রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জিতে নেওয়ার পরে ইংল্যান্ডকে অভিনন্দন জানালেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড উভয় দলকেই এক অবিশ্বাস্য ফাইনালের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে কোহালি লিখেছেন, """দু" দলই অসম্ভব ভাল ক্রিকেট খেলেছে। বিশ্বকাপ জেতার জন্য ইংল্যান্ডকে অনেক অভিনন্দন।""রবিবারের ইংল্যান্ড শুধু বিশ্বকাপ ফাইনালই নয়, সাক্ষী হয়ে থাকল আরও এক মহাকাব্যিক ফাইনালের।পাঁচ ঘণ্টার দুরন্ত এক ফাইনালের পরে উইম্বলডন ট্রফি ওঠে নোভাক জোকোভিচের হাতে।ক্রিকেট ছাড়াও অন্যান্য খেলার তারকাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের "পোস্টার বয়"-কে। বিশ্বকাপ চলাকালীন ইংল্যান্ডের ফুটবলঅধিনায়ক হ্যারি কেনের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছিল ভারত অধিনায়ককে। রবিবার উইম্বলডন ফাইনাল উপভোগ করেন কোহালি। সেই ফাইনালের পরে ভারত অধিনায়ক টুইট করেন, """পাঁচ ঘণ্টার এক ঐতিহাসিক ফাইনাল উপভোগ করলাম। নোভাক, এমন একটা ফাইনালের জন্য তোমায় অভিনন্দন। তবে, ফেডেরার তুমি আমার সর্বকালের প্রিয়।""উইম্বলডনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধরে চলা ফাইনালের পরে ট্রফি "জোকার"-এর হাতে উঠলেও ম্যাচের রাশ ছিল ফেডেরারের হাতেই। এক সময়ে তিনটি ম্যাচ পয়েন্টও পেয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা। কিন্তু, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ফেডেরার। রবিবারের ইংল্যান্ড যেন হয়ে উঠেছিল এক বিরাট ক্রীড়া উতবের মহামঞ্চ

কেঁদে ফেলেছিলাম, যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করলেই ভাল হত", বললেন স্টোকসের মা

আজকাল ওয়েবডেস্ক: অদ্ভুত দোটানায় তিনি। ছেলে বিশ্বকাপ জিতেছে। বাবা হিসেবে খুশিতে ডগমগ হওয়ার কথা। অথচ প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন না। আনন্দও করতে পারছেন না! জেরার্ড স্টোকস। বেন স্টোকসের বাবা।কেন? জেরার্ড স্টোকস কিউয়ি বংশোদ্ভূত। এখনও থাকেন সে দেশেই। ফলে নিউজিল্যান্ডের হারে তাঁর মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ওদিকে ছেলের জন্যও তো আনন্দ, গর্ব হচ্ছে। তাই ঠিক কী করা উচিত এই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছেন না জেরার্ড। বলেছেন, "হ্যাঁ ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য মন খারাপ। তবে হৃদয়ে যদি হাত রেখে সত্যি কথা বলতে হয় তা হলে স্বীকার করছি, হ্যাঁ আমি বেন-এর জন্য খুশি। ওর দলের জন্যও খুশি। কিন্তু তাই বলে নিউজিল্যান্ডকে সমর্থন করা ছেড়ে দিলাম, এরকম নয়। আমি আগেও কিউয়িদের সমর্থক ছিলাম। আজও আছি। কালও তাই থাকব।"বেন স্টোকসের যখন বারো বছর বয়স তখন ইংল্যান্ডে সপরিবার চলে গিয়েছিলেন জেরার্ড স্টোকস। কিন্তু ২০১৩ সালে জেরার্ড আর তাঁর স্ত্রী ডেব ফিরে আসেন ক্রাইস্টচার্চে। বেন রয়ে যান ইংল্যান্ডে।এই যে অনেকেই বলছেন বিশ্বকাপ ফাইনাল টাই হওয়ার পর যুগ্মবিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করতে হত ইংল্যান্ড আর নিউজিল্যান্ডকে। তিনিও কি একইরকম মনে করেন? জেরার্ড স্টোকসের জবাব, "ড্র বা টাই ব্যাপারটা ভাল। তবে বিশ্বকাপ ফাইনালে যুগ্ম বিজয়ীর থেকে যে কোনও একটি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়া অনেক বেশি ভাল।"ফাইনালে ছেলে ম্যাচের সেরা। ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে? জেরার্ড স্টোকস বলেছেন, "বেন যেভাবে ব্যাট করেছে, তা সত্যিই প্রশংসা করার মতো। কাপ জেতার জন্য সেদিন দুটো দলই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। ছেলে তো এই ম্যাচে অংশ নিতে এবং দলকে সাহায্য করতে পেরে গর্বিত। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, হাতে যেন চাঁদ পেয়েছে।"এই যে ছেলের জন্য মন খুলে আনন্দ করতে পারছেন না, তাতে অস্বস্তি হচ্ছে না? জেরার্ড স্টোকসের কথায়, "হচ্ছে তো বটেই। মাঝে মাঝে এই সমস্যায় পড়ি। ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে যায় তখন। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাই।"বেন স্টোকসের মা ডেব স্টোকসও রবিবার রাতে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার সময়। বলেছেন, "জানেন খেলা শেষ হওয়ার পর নিজেকে সামলাতে পারিনি। কেঁদে ফেলেছিলাম। ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য খুব খারাপ লেগেছে। উইলিয়ামসনরা সবটুকু দিয়েছিল। সেদিন দুটো দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করলেই ভাল হত।"

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE
OF THE EXECUTIVE ENGINEER
NORTH DIVISION MACHMARA.

NOTICE INVITING TENDER NO:-31/EE(N)/ADC/MCM/2018-19
Dated, Machmara the 09/07/2019

Separate sealed percentage rate tender are invited by the Executive Engineer, North Division,TTAADC, Machmara on behalf of the authority of TTAADC from approved & eligible contractors registered in appropriate class of State PWD / TTAADC/CPWD/MES/P&T in form No.PWD -7 up to 3.00 P.M. 31/07/2019 for the below mentioned work. Tho tender should reach to the Office of the undersigned in/c all relevant valid tender documents on working day.

BY REGISTER POST / COURIER SERVICE ONLY

Sl No	Name of the work	Estimated Cost (in Rs.)	Earnest Money 1% of Estimated Cost (in Rs.)	Time allowed for completion	Last date of receive of application	Issue of tender form & it cost	Dropping date/ opening date & time of tender
1	2	3	4	5	6	7	8
02(02)/CE/ADC/PD-11/2019-20dt.05.07/2019	Imp.of road from Marak Basti (Near house of Pradesh Sangma) to Sarki para under East Betcherra VC, Rajkandi Sub-Zone, Kumarghat Block during the y e a r 2018- 19 (R.L=3.00KM)/ SH:- Earth work in formation, Construction of counterfort retaining wall, Providing and laying flat brick soling, road side pucca drain. Ch. 00.00 to 210.00m.	Rs. 31,25,978.00	Rs. 31,260/-	4(four) months	20/07/2019	24/07/2019 Rs. 1000/-	31/07/2019 upto 3.00 PM 31/07/2019 , 3.30 PM it Possible
03(02)/CE/ADC/PD-11/2019-20dt.05.07/2019	Imp.of road from Jayeshree- Jalebassa PWD main road to Muzaffardwal J.B School under Damcherra Sub-Zone, during the year 2018- 19(R.L=4.00KM)/ SH:- Const. of Box-cell culvert over Muzaffordwal cherra , span= 4.00m..	Rs. 18,84,143/-	Rs. 18,841/-	4(four) months	20/07/2019	24/07/2019 Rs. 1000/-	31/07/2019 upto 3.00 PM 31/07/2019 , 3.30 PM it Possible

(Er. M.K.JHA)
Executive Engi leer, TTAADC,
North Division, Machmara ,
Unakoti Tripura

NOTIFICATION

WHEREAS, I, Sri Rajib Datta, TCS, District Magistrate, Khowai District am satisfied that it is necessary to get all the licensed fire-arms and ammunitions within the jurisdiction of Khowai District deposited into safe custody to prevent pre poll, poll and post poll violence during the process of ensuing General Panchayat Election, 2019.

NOW, THEREFORE, in exercise of power conferred upon me in the Arms Act. 1959, I, Sri Rajib Datta,TCS, District Magistrate, Khowai District, Tripura hereby order that all categories of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensee shall he deposited .to the respective police Station in Khowai District by **16th July, 2019** unless exempted by S.P. (Khowai) or the undersigned in writing, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act 1959.

Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act. 1959. The Fire Arms so deposited shall be returned to the license holder after one Week after the declaration of ttie result of election Tripura General Panchayat 2019 with prior intimation to undersigned by the Police.

This order shall not be applicable to the Police Personal, **CPMF, Armed Forces, Armed Forest Guards, and Bank Guards on duty.**

(Rajib datta,TCS)
ICA/D-531/2019-20 District Magistrate & Collector
Khowai District: Tripura,

TRIPURA HOUSING AND CONSTRUCTION BOARD,
(Constituted under Tripura
Act No. 2 of 1979)
AGARTALA: TRIPURA

Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No:27/DEO (PD-II)/THCB/2019-2020 Dated; 11-07-2019

Tripura Housing and Construction Board" here by invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers/ Authorized-Dealers of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other states PWD in PWD form- 7 (seven) for the work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
1	Construction of 200-300 bedded Capacity (G+2) District Yuva Awas (Youth Hostel) in D h a l a i District,Tripura./ SH Building portion including water supply and sanitary installation. (Ground Floor portion only).(2nd call)	Rs. 3,49,96,378.00	Rs.3,50,000.00	18(Eighteen)	05/08/2019 15.00 Hrs	07/08/2019 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Proposed construction of St (Boy's hostel attached to St. Paul's School, A.D Nagar, Agartala /S.H:- Building portion or study room, dining, kitchen etc. including Water supply and sanitary installation.	Rs. 94,30,405.00	Rs. 94,304.00	12(Twelve) Months				

- ➢ The intending bidder must read the terms and conditions of CPWD-6 carefully. He should only submit his/ her bid if he considers himself / herself eligible and he is in possession of all the documents required.
- ➢ Information and instruction for bidders posted on website shall form part of bid document.
- ➢ The bid document consisting of plans, specifications, the schedule of quantities of various types of items to be executed and the set of terms and conditions of the contract to be complied with and other necessary documents can be seen in the website https://tenders.gov.in / https: tripurainfocom free of cost. These can be down loaded from the only website https://tripuratenders.gov.in
- ➢ But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents such as Demand Draft or Deposit -at- call receipt and other documents as specified.
- ➢ Those contractors not registered on the website mentioned above, are required to get registered beforehand. This organization shall not remain committed to Impart training on, online bidding process, as per details available on the website.
- ➢ The intending bidders must have valid digital signature to submit the bid.
- ➢ On opening date, the contractor can login and see the bid opening process. After opening of bids he will receive the competitor bid sheets.
- ➢ Contractor must ensure to quote rate for each item in case of item rate tenders. The column meant for quoting rate in figures appears in pink color and the moment rate is entered, it turns sky blue. In addition to this, while selecting any of the cells warning appears that if any cell is left blank the same shall be treated as "(0)". Therefore, if any cell is left blank and no rate is quoted by the bidder, rate of such item shall be treated as "0" (zero).
- ➢ For any enquiry, please contact by e-mail to — housingboard.tripura@gmail.com
- ➢ The Bidders shall scan (in 100 dps scan resolution) all the required documents, into PDF format for uploading as part of Bid. Bill of Quantity (BOQ), which is the Rate quoting sheet in Ms-excel shall be downloaded, filled up properly and uploaded in the bid after digital signing. The Bidder shall always open the BOQ sheet with Macros Enabled.

List of the documents to be scanned and uploaded within the period of bid submission:

- *Deposit- at —call receipt etc. against EMD.*
- *Deposit- at —call of any scheduled bank towards cost of Bid document.*
- *Registration of firm, Registration as Civil Bidder, Partnership deed, Article of association,*
- ***Copy of registration for G.S.T and valid copy of GST return for last quarter etc.***
- *Copy of professional tax clearance document.*
- *Copy of valid license regarding engagement of workers in the contract works from the Labour Department, Govt. of Tripura.*
- *Copy of PAN card.*

(M.G. Modak)
Deputy Executive Officer-(PD-II)
Tripura Housing & Construction Board.
Agartala, Tripura.

মুম্বইয়ে বহুতল ভেঙে নিহত ১০, এখনও ধ্বংসস্তূপের তলায় আরও ৪০, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি. স.) : পূর্ব মালাডের স্মৃতি অক্ষত রেখেই ফের ভেঙে পড়ল একটি চারতলা বহুতল। ঘটনাস্থল মুম্বইয়ের ডোংরি। মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ আচমকাই ডোংরি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি চারতলা বহুতল। ধ্বংসস্তূপের তলায় ৪০ জনের বেশি মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা পুলিশ-প্রশাসনের। ঘটনাস্থলে প্রথমেই আসে দমকল বাহিনী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১০ জন নিহত ও আহত ৮। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে। উদ্ধার কাজে নামানো হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। প্রায় দু''বছর আগেই দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিংটিকে বিপজ্জনক হিসাবে ''সি-১'' শ্রেণীভুক্ত করে খালি করার নোটিশ দিয়েছিল বিএমসি (বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন)। মঙ্গলবার ওই চারতলা বহুতল ভেঙে পড়ার পর প্রকাশ্যে এসেছে বিএমসির সেই নোটিশ। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এদিন জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে যে তথ্য আমি পেয়েছি তাতে ১৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যান্ডেল স্ট্রিটের ওই কেশরবাই বিল্ডিংটি ১০০ বছরের পুরনো। এখন আক্রান্তদের উদ্ধার করাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ঘটনার তদন্ত হবে।' ঘটনাস্থলে এসেছেন মুম্বই পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় বারভে এবং জোন ১-এর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) অভিষেক ত্রিমুখে। বিএমসি-র সিপিআরও (চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার) জানিয়েছেন, বিএমসি-র পক্ষ থেকে শহরের ইমামবাড়া মিউনিসিপাল সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলে একটি ত্রাণশিবির খুলে দুর্গতদের জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা এবং মিলিন্দ দেওরা। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও শোক প্রকাশ করেছেন। বিএমসি (বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন) সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-ও উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কমপক্ষে ৪০ জনেরও বেশি মানুষ ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশংকা প্রশাসনের। উদ্ধারকার্য চলছে। কিন্তু, বারবার এভাবে বিল্ডিং বা প্রাচীর ভেঙে পড়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে বিএমসি।

প্রায় দু''বছর আগে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিংটিকে বিপজ্জনক হিসাবে ''সি-১'' শ্রেণীভুক্ত করে খালি করার নোটিশ দিয়েছিল বিএমসি (বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন)। মঙ্গলবার ওই চারতলা বহুতল ভেঙে পড়ার পর প্রকাশ্যে এসেছে বিএমসির সেই নোটিশ। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এদিন জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে যে তথ্য আমি পেয়েছি তাতে ১৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যান্ডেল স্ট্রিটের ওই কেশরবাই বিল্ডিংটি ১০০ বছরের পুরনো। এখন আক্রান্তদের উদ্ধার করাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ঘটনার তদন্ত হবে।'

বিএমসি থেকে এদিন প্রকাশিত ২০১৭ সালের ৭ অগাস্টের নোটিশে বলা হয়েছিল, 'কেশরবাই বিল্ডিংটি ''সি ১''-এর শ্রেণীভুক্ত করা হল, তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য এখানে বসবাসকারীদের স্থানান্তর করতে হবে। কোনও দুর্ঘটনার ঘটলে বিএমসি দায়ী থাকবে না।' মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর ডিজি এস এন প্রধান জানিয়েছেন, 'এনডিআরএফ-এর তিনটি দল উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছে। বিল্ডিংটির কাছে পৌঁছনোর রাস্তা ভীষণ সংকীর্ণ হওয়ায় উদ্ধারকারীদের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তাই উদ্ধারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পায়ে হেঁটেই নিয়ে যেতে হচ্ছে বাহিনীকে।' দক্ষিণ মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'ডোংরির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। মহারাষ্ট্র সরকার, এনডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকার্যের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতদের পাশে রয়েছে।' এদিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধী বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে এটি তৃতীয় ঘটনা। প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? দুর্ঘটনাগ্রস্তদের আমার গভীর সমবেদনা জানাই। কংগ্রেসের সকল কর্মীদের যতদূর সম্ভব সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।' মিলিন্দ দেওরা বলেছেন, মুম্বইবাসীর উচিত এই ঘটনার জন্য প্রশাসনের কাছে চাওয়া হয়েছে। শোকপ্রকাশ করে অমিত শাহ বলেছেন, নিহতদের পরিবারবর্গদের সমবেদনা জানাই। উদ্ধার কাজ জোর কদমে চলছে। পুলিশ, দমকল, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানদের উদ্ধার কাজে নামানো হয়েছে।

মঙ্গলবার খার্চি পূজার সমাপ্তির দিনে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সাথে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য। ছবি- নিজস্ব।

কৈলাসহরের সিঙ্গারবিলে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। কৈলাসহরের চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে সিঙ্গিরবিল এ.ডি.সি ভিলেজের দুই নং ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের দাবীতে গ্রামবাসীরা মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করেন। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সিঙ্গিরবিল বাজার চৌমুহনীতে বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ—দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে সিঙ্গিরবিল এ.ডি.সি ভিলেজের দুই নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা সহ কালভার্ট নষ্ট হয়ে রয়েছে।

কয়েকমাস পূর্বে গ্রামের এক কৃষকের মহিষ কালভার্ট ভাঙা থাকার কারণে কালভার্টের উপর থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়। এছাড়া গত জুন মাসে গ্রামেরই এক যুবক কালভার্টের উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। গত চার-পাঁচ দিনের বৃষ্টির ফেলে। রাস্তা সহ কালভার্টের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যায়। চলাচলের একেবারেই অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অথচ এই রাস্তা এবং কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াতের গ্রামেই ষাট থেকে সত্তর পরিবার নির্ভরশীল। এদের চলাচলের অন্যকোনো রাস্তা নেই। গ্রামবাসীরা কয়েকবার সিঙ্গিরবিল এডিসি ভিলেজের সেক্রেটারী এবং চন্ডীপুর ব্লকের বিডিও -এর নিকট মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে জানালেও কোনো ইতিবাচক সাড়া মিলেনি। তাই মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা।

রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং চন্ডীপুর ব্লকের বিডিও প্রদীপ দেববর্মা অবরোধস্থলে এসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। ভাঙা রাস্তা ও কালভার্ট পরিদর্শন করে বিডিও প্রদীপ দেববর্মা গ্রামবাসীদের বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কালভার্ট সহ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

বিডিও প্রদীপ দেববর্মার এই আশ্বাস পেয়ে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

বিধ্বংসী বন্যা
পিছল অসম বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে চলমান ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অসম বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী মঙ্গলবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ-কথা জানিয়েছেন। সে-অনুযায়ী পূর্বঘোষিত ১৮ জুলাইয়ের পরবির্তে আগামী ২৬ জুলাই থেকে শুরু হবে বিধানসভার অধিবেশন।

অধ্যক্ষ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের প্রায় সব বিধায়ক, মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, বন্যা পরিস্থিতির জন্য আগামী ১৮ জুলাই থেকে অনুষ্ঠেয় গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের দিন পিছিয়ে দিতে। কেননা, এ মুহূর্তে প্রায় সব বিধায়ক তথা মন্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যক্রান্ত জনসাধারণের খোঁজখবর নিতে ব্যস্ত। এছাড়া খোদ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালও বানভাসি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই বিধায়কদের অনুরোধ এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন অধিবেশনের কার্যসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানান অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এছাড়া বন্যাক্রান্তদের সাধ্যমত সহায়তা করতে রাজ্যের সর্বস্তরের জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

হার মানল হিংসা, কাশ্মীরে সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এলেন একজন যুবক

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই (হি.স.): পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের কাছে হার মানল হিংসা। সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এলেন আরও একজন যুবক। ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ওই যুবক। তবে, সুরক্ষার স্বার্থে ওই যুবকের নাম ও পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কমিউনিটি মেম্বার, পুলিশ এবং পরিবারের প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা একজন যুবক।

এর আগেও বেশ কয়েকজন যুবক সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছিল। গত জুন মাসেই দু''জন যুবক মূলস্রোতে ফিরে এসেছিল। এবার পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা এই যুবকের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন কর্তারা।

আমবাসায় সেতু পরিদর্শনে মুখ্যসচিব
ধলাই জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। ধলাই জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নের বিষয়ে আজ পর্যালোচনা সভা করেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব (পূর্ত দপ্তর) শশীর'ন, প্রধান সচিব (অর্থ দপ্তর) মনোজ কুমার, প্রধান সচিব (রাজস্ব দপ্তর) বি কে সাহু, ধলাই জেলার জেলাশাসক ড. বক্ষীত কাউর, আমবাসার মহকুমা শাসক জে বি দোয়াতি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ধলাই জেলার জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে পর্যালোচনা সভার আগে মুখ্যসচিব এবং আধিকারিকগণ চন্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কাছে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বিপিনচন্দ্র সেতু পরিদর্শন করেন। প্রবল ব'ষ্টিতে এই সেতুটির এপ্রোচ দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। গতকাল থেকে এই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। সেতু পরিদর্শনের সময় তিনি পূর্ত দপ্তর এবং এন এইচ আই ডি সি এল-এর জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব প্রাক'তিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন। বেশী ব'ষ্টি হলেই আমবাসা-কমলপুর ট্রাই জংশনে জাতীয় সড়কের উপর জল জমে যায়। জমা জল নিষ্কাশনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন এখন ডম্বর জলাশয়ে যেন মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়। কারণ এখন মাছের প্রজননের সময়। সভায় জেলাশাসক জানান, দেশের ১১৫টি এসপিরেশন জেলার মধ্যে ধলাই জেলাও রয়েছে। মুখ্যসচিব জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন এই প্রকল্পে যে সব কাজ রূপায়ন করা হচ্ছে সেগুলো দ্রত শেষ করতে। সভায় ক'ষি, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভ'তি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পৃথক জমি বন্টন দুর্নীতি মামলা : পাঁচকুলার বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা হুডা-র

পাঁচকুলা (হরিয়ানা), ১৬ জুলাই (হি.স.): অ্যাসোসিয়েটড জার্নাল (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি এবং মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায় হরিয়ানার পাঁচকুলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডাউ পৃথক জমি দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার সকালে বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন ভূপিন্দর সিং হুডাউ এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার জমি দুর্নীতি মামলায় হরিয়ানার পাঁচকুলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিয়েছিলেন ভূপিন্দর সিং হুডাউ এদিন শুনানি শেষে মানেসার জমি দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২৬ জুলাইউ পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েটড জার্নাল (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৬ আগস্ট। হরিয়ানার ততালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার বিরূদ্ধে অভিযোগ, ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে কয়েক কোটি টাকার একটি জমি মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকায় বেআইনি ভাবে পুনর্বণ্টন করেন তিনিউ সেই সময় হরিয়ানা নগরোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন হুডাউ সরকারি কোষাগারের বিপুল আর্থিক ক্ষত করে ওই জমি দান করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠেউ পর্ষদের আধকারিকরা নিষেধ করলেও হুডা সেই সময় তাতে আমল দেননি বলেও অভিযোগ ওঠেউ পাশাপাশি মানেসার জমি দুর্নীতি মামলাতেও হুডা।

বিদ্যুতের হাইটেনশন তার ছিঁড়ে পড়ল প্রাথমিক স্কুলে, আহত-অসুস্থ ৫৫ জন পড়ুয়া

বলরামপুর, ১৬ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলার একটি প্রথমিক স্কুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত-অসুস্থ হল ৫৫ জন পড়ুয়া। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জেলার উটরাউলায় বিষ্ণুপুর গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে ১১,০০০ কিলোভোল্টের বিদ্যুতের একটি হাইটেনশন তার ছিঁড়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ৫৫ জন পড়ুয়ার মধ্যে বেশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

নিলামবাজার কলেজ ছাত্রীর বিকৃত ছবি সোশাল মিডিয়ায়, জেলহাজতে মূল অভিযুক্ত জহিরুল

নিলামবাজার (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : কলেজ ছাত্রীর বিকৃত ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার জহিরুল ইসলাম নামের যুবককে পাঠানো হয়েছে জেলহাজতে। তবে এ-ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরেক অভিযুক্ত ফেরার। তাকে ধরতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

অভিযোগ, করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার থানা এলাকার বালিয়া-নয়াগ্রামের বাসিন্দা তথা নিলামবাজার কলেজের স্নাতক চূড়ান্ত বছরের জনৈক ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল নয়াগ্রামের জনৈক আজিজুর রহমানের ছেলে জহিরুল ইসলাম। তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় প্রতিহিংসা মেটাতে ছাত্রীর কোনও প্রকারে ছবি সংগ্রহ করে জহিরুল। পরে তার একাধিক ছবি এডিটের মাধ্যমে বিবস্ত্র করে অন্য বিকৃত অশ্লীল ছবির সঙ্গে সংযুক্ত করে নাজমিম মুন্নি নামের ভুয়ো এক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সোশাল মিডিয়ার ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি সংশ্লষ্ট ছাত্রী-সহ তার একাধিক নিকট আত্মীয়ের হোয়াটসঅ্যাপেও বিকৃত ছবিগুলি পাঠিয়ে দেয় দুই অভিযুক্ত।

এ-ব্যাপারে গত ৫ জুলাই ছাত্রীর পরিবার থেকে জহিরুল ইসলাম এবং তার এক সঙ্গীও অভিযুক্ত নিলামবাজার থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলাটি ২৫৮/১৯ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৪, ৫০৯, ৫০০, ৫০৬, ৩৪ এবং আরডব্লিউ সেকশন ৬৭ (আইটি অ্যাক্ট ২০০০) ধারায় রুজু করে তদন্তে নামে। থানায় এফআইআর-এর খবর পেয়ে দুই অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে, জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখাও অভিযোগের সত্যতা জানতে তাদের মতো তদন্ত জারি রাখে।

ইত্যবসরে রবিবার রাতে নিলামবাজার থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার রফিক উদ্দিন লস্করের কাছে খবর আসে, ঘটনার মূল অভিযুক্ত জহিরুল ইসলাম চামেলা বাজারে আত্মগোপন করে আছে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মী পুলিশ অফিসার ফারুক আব্দুল্লাহ-সহ বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে চামেলা থেকে জহিরুলকে গ্রেফতার করেন সেকেন্ড অফিসার রফিক উদ্দিন।

মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল কেশরবাই বিল্ডিং : নিহত ২, চলছে উদ্ধারকাজ

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি.স.) : মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকায় ট্যান্ডেল স্ট্রিটে চারতলা বিশিষ্ট কেশরবাই বিল্ডিং ভেঙে এখনও পর্যন্ত দু''জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ আচমকাই ডোংরি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ওই চারতলা বহুতল। ধ্বংসস্তূপের তলায় ৪০ জনের বেশি মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশংকা পুলিশ-প্রশাসনের। বিএমসি (বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন)-এর বিপর্যয় মোকাবিলা সেল সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বিএসএনএলের পরিষেবা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জুলাই ।। বিশালগড়ে বিএসএনএলের ক্যাবল তার চুরির হিড়িক পড়েছে। তাতে একদিকে যেমন গ্রাহক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিএসএনএল আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই চক্রে বিসেএনএলের এক কর্মী জড়িত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন অনেকেই। এছাড়া চা-বাগানের কিছু শ্রমিকও এই চুরি কাণ্ডে জড়িত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের তরফে এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ১২ বার বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে আটক করতে কিংবা চুরি যাওয়া তার উদ্ধার করতে পারেনি। স্বাভাবিক কারণেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভোক্তা মহল সহ সাধারণ মানুষের মধ্যেও। ক্যাবল তার চুরির ফলে পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

বন্যায় প্লাবিত বিহারে মৃত্যু বেড়ে ২৫, নীতীশ-সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিরোধীদের

পাটনা, ১৬ জুলাই (হি.স.): নেপালে লাগাতার বৃষ্টির জেরে বানভাসি বিহারউ প্লাবিত বিহারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ বিহারে বন্যায় এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছেউ পাশাপাশি যুদ্ধকালীন ততরতায় চলছে উদ্ধারকাজউ মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, বিহারে এখনও পর্যন্ত বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনেরউ ত্রাণ সরবরাহ ও উদ্ধারকাজ চলছে জোর কদমেউ প্রসঙ্গত, বন্যায় বিপর্যস্ত বিহারের সীতামাড়ি, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ , শেওহর-সহ বিভিন্ন জেলা।

নীতিশ কুমার আরও জানিয়েছেন, 'বন্যা কবলিত এলাকায় প্রায় ১, ২৫,০০০ জন দুর্গতকে উদ্ধার করেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর ২৬টি টিমউ এখনও ১৯৯টি ত্রাণ শিবির তৈরি করা হয়েছে, ৬৭৬টি সমবায় রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছেউ এই ধরনের আরও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেউ' এদিকে, বিহারে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে নীতিশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে গিয়ে বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিরোধী দলের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।